لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

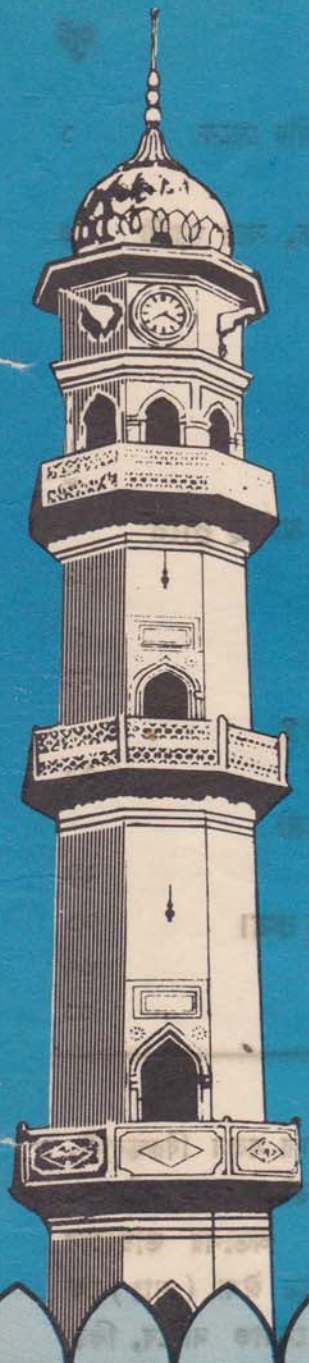

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪তম বর্ষ ।। ২৪তম সংখ্যা

৯ই মহর্‌রম, ১৪১৪ হিঃ ।। ১৬ই আষাঢ়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ৩০শে জুন, ১৯৯৩ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ২৪তম সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীরসহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ খোদার কাছে চাওয়া

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৪

জুমুআর খুত্‌বা (সংক্ষিপ্ত)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৯

আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর তাজা নির্দেশ ১৪

বাংলা সাহিত্যে আহমদীয়ত প্রসঙ্গ

জনাব কে, এম, মাহমুদুল হাসান ১৫

দুই সাক্ষ্যের পর আপনারা আর কি চাহেন ?

জনাব মাহফুজুর রহমান ২২

তরবীয়তে আওলাদ (সন্তানের চরিত্র গঠন)

জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ২৭

প্রফেসর আবদুস সালাম সম্পর্কে আরো কিছু কথা ৩১

সংবাদ ৩৭

সম্পাদকীয় ঃ ৩৯

কালামুল ইমাম

"স্মরণ রাখিও, কেহ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী, যাহারা আজ জীবিত আছে, তাহারা সকলে মরিবে, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে কেহ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে না। অতঃপর তাহাদের সন্তানেরাও মরিবে, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতেও কেহ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে না। অতঃপর সন্তানদের সন্তানেরাও মরিবে, কিন্তু তাহারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে না। তখন খোদা তাহাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিবেন যে, ক্রুশের প্রাধান্যের যুগও অতিবাহিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর

(৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ২৪তম সংখ্যা

৩০শে জুন, ১৯৯৩ : ৩০শে এহসান, ১৩৭২ হিঃ শামসী : ১৬ই আষাঢ়, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা বাকারা—২

(পূর্বে প্রকাশিত অংশের পর)

২৭৭। আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত (৩৫২) করেন এবং দানকে সমৃদ্ধ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কোন কাফের, পাপীকে আদৌ ভালবাসেন না।

২৭৮। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্য কর্ম করে, এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট পুরস্কার আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই আর তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

২৭৯। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, আর যদি তোমরা মোমেন হও তাহা হইলে সুদের যাহাকিছু বকেয়া আছে উহা তোমরা ছাড়িয়া দাও।

২৮০। এবং যদি তোমরা ইহা না কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তাহা হইলে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রহিয়াছে; (এইরূপে) তোমরা কাহারও উপর যুলুম করিবে না এবং তোমাদের উপরও যুলুম করা হইবে না।

২৮১। এবং যদি কোন (ঋণী) ব্যক্তি দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বচ্ছলতা (৩৫৩) পর্যন্ত অবকাশ দিতে হইবে, আর তোমাদের দান করিয়া দেওয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

৩৫২। ইহা একটি ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে হয়; সুদ-ভিত্তিক অর্থনীতি একদিন তিরোহিত হইবে কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

৩৫৩। ঋণ দেওয়াকে ইসলাম উৎসাহিত করে। তবে সেই ঋণদান সুদ বিহীন ও কল্যাণকর হওয়া চাই। যদি কোন ঋণী ব্যক্তি অভাবের কারণে, সময় মত ঋণ পরিশোধ করিতে বাস্তবিকই অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আরও সময় দেওয়া উচিত, যাহাতে সে সুবিধামত ঋণ পরিশোধ করিতে পারে।

২৮২। এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে ; অতঃপর, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে এবং তাহাদের উপর যুলুম করা হইবে না।

রুকূ ৩৮

২৮৩। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেন-দেন কর, তখন তোমরা উহা লিখিয়া লও। এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়সংগতভাবে লিখিয়া দেয়, এবং লেখক যেন লিখিতে অস্বীকার না করে, কারণ আল্লাহ্‌ তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, অতএব সে যেন লিখে, এবং যাহার উপর (ঋণ শোধের) দায়িত্ব সে যেন (সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু) লেখায়, (৩৫৪) এবং তাহার প্রভু আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, এবং উহার মধ্যে যেন সে কিছু কম না করে। কিন্তু ঋণগ্রহণকারী যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা স্বয়ং (বিষয়বস্তু) লিখাইতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার অভিভাবক যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে (বিষয়বস্তু) লেখায়। এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য হইতে দুই জনকে সাক্ষী রাখ, কিন্তু যদি দুইজন পুরুষ না জোটে তাহা হইলে উপস্থিত দর্শকগণের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমরা পসন্দ কর একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক (সাক্ষী থাকিবে), এই জন্য যে, দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি একজন ভুলিয়া যায় তাহা হইলে অপর জন স্মরণ করাইয়া দিবে। এবং যখন সাক্ষীগণকে ডাকা হয় তখন তাহারা যেন অস্বীকার না করে ; এবং লেন-দেন ছোট হউক বা বড় হউক তোমরা উহাকে মেয়াদসহ লিখিতে অবহেলা করিও না। ইহা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত এবং প্রমাণের জন্য সর্বাধিক দৃঢ় এবং সমধিক নিকটবর্তী পন্থা যাহাতে তোমরা সন্দেহে না পড় ; কিন্তু যদি নগদ কারবার হয় যাহাতে তোমরা পরস্পর (মাল ও মূল্যের) বিনিময় কর, এরূপ ক্ষেত্রে ইহার কোন লেখা পড়া না (৩৫৪-ক) করিলে তোমাদের উপর কোন পাপ বর্তিবে না। এবং যখন তোমরা পরস্পরের (৩৫৪-খ) মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রাখিও ; এবং লেখক ও সাক্ষী কাহাকেও যেন ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয়। কিন্তু যদি তোমরা এইরূপ কর তাহা হইলে ইহা তোমাদের অবাধ্যতা বলিয়া গণ্য হইবে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। এবং আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।

৩৫৪। ঋণের শর্তাবলী ঋণ-গ্রহীতা লিপিবদ্ধ করিবে বা ঘোষণা করিবে। কারণ (১) ঋণ-গ্রহীতাকে ঋণের বোঝা বহন করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী পালন করিতে হইবে। অতএব, ইহাই ন্যায়সঙ্গত যে, শর্তের কথাগুলি তাহার দ্বারাই বিকশিত হউক। (২) ঋণ সংক্রান্ত দলিলটি ঋণদাতার হাতে থাকিতে হইবে, যাহাতে ঋণগ্রহীতা কখনও ঋণের পরিমাণ ও ঋণের শর্তাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠাইতে না পারে। আর অনেকটা এই কারণেও, দলিলটা তাহার নিজ হাতে কিংবা তাহার উচ্চারিত বাক্য দ্বারা লিখিত হওয়া উচিত।

৩৫৪-ক। ইহার অর্থ হইল, নগদ বেচা-কেনাতেও লিখিত ক্যাশ-মেমো বা ভাউচার বা রশিদ ইত্যাদি কিছু থাকা ভাল। ইহাতে অনেক সুবিধা আছে ; অসুবিধা মোটেই নাই।

৩৫৪-খ। ইহা বড় ধরনের বেচা-কেনা বা লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হাদিস শরীফ

খোদার কাছে চাওয়া

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কোরআন :

اجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليومنوا بى لعلهم يرشدون ٥
(البقره ايت ١٨٧)

অর্থাৎ—আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে, সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। (সূরা বাকারা : ১৮৭)

হাদীস :

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم انه من لم يسئل الله يغضب عليه (ترمذى)

অর্থাৎ—হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে খোদার কাছে চায় না খোদা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমীযি)

ব্যাখ্যা :—কতইনা অভাগা সেই ব্যক্তি যে ইহা জানা সত্ত্বেও খোদার নিকট চায় না যে, আমাদের খোদার নিকট হতে কেউ খালি হাতে ফেরৎ যায় না! সে দ্বারে দ্বারে হাত পাতে ও খোদা ভিন্ন অন্য পন্থা অবলম্বন করতে থাকে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন :

حاجتیں پوری کرینگے کیا تری عاجز بشر
دربیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے

অর্থাৎ—দুর্বল ও অপারগ মানুষ তোমার প্রয়োজনীয়তা কিভাবে পূরণ করতে পারে? সুতরাং তুমি তোমার সকল চাহিদা পূরণকারীর (অর্থাৎ খোদার) নিকট পেশ কর।

আমাদের এ বিষয়টি বুঝে নিতে হবে যে, আমরা সবাই দুর্বল ও অভাবী। আর আমাদের খোদা সর্বশক্তিমান। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাই তাঁর কাছ থেকে না চাওয়া অহংকারের লক্ষণ। খোদার নির্দেশ, আমরা যেন তার কাছ থেকে চাই। এই চাওয়ার মাধ্যমেই খোদার সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) আমাদিগকে বলেছেন, খোদার কাছ থেকে না চাওয়া খোদার অসন্তুষ্টির কারণ। তাই খোদার ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। আসুন আমরা খোদার কাছে চাই, তাঁর কাছে যাই এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করি। পার্থিব সকল

(অবশিষ্টাংশ ৮ এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক ঃ নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(২৩ তম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

(হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর নিকট আরবীতে অবতীর্ণ ইলহামসমূহের বঙ্গানুবাদের অবশিষ্টাংশ—অনুবাদক)

"বল, তোমার নিকট খোদার জ্যোতিঃ আসিয়াছে। সুতরাং যদি মোমেন হও তবে অস্বীকার করিও না। তুমি কি তাহাদের নিকট হইতে কোন ট্যাক্স চাহিতেছ? অতএব এই জরিমানার দরুন তাহারা ঈমান আনার বোঝা বহন করিতে পারে না। বরং আমরা তাহাদিগকে অধিকার দিয়াছি। কিন্তু তাহারা অধিকার গ্রহণ করিতে অপসন্দ করে। লোকদের সঙ্গে স্নেহ ও দয়ার সহিত আচরণ কর। তুমি তাহাদের জন্য মূসার স্থানে আছ। তাহাদের কথায় ধৈর্য ধারণ কর। তুমি কি এই জন্য নিজেকে ধ্বংস করিবে যে, তাহারা কেন ঈমান আনে না? যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিও না। যাহারা যালেম তাহাদের সম্পর্কে আমার সহিত কথা বলিও না। কেননা তাহাদিগকে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। আমার চোখের সামনে এবং আমার ইঙ্গিতে নৌকা তৈয়ার কর। ঐ সকল লোক, যাহারা তোমার হাতে হাত রাখে, তাহারা খোদার হাতে হাত রাখে। ইহা খোদার হাত, যাহা তাহাদের হাতের উপর আছে। স্মরণ কর ঐ সময়কে যখন তোমার বিরুদ্ধে ঐ ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিতে শুরু করিল, যে অস্বীকার করিল এবং তোমাকে কাফের সাব্যস্ত করিল * এবং বলিল যে, হে হামান! আমার জন্য আগুন জ্বালাও যাহাতে আমি মূসার খোদা সম্পর্কে জ্ঞাত হই। আমি তাহাকে মিথ্যা মনে করি। আবু লাহাবের দুই হস্ত ধ্বংস হইয়াছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হইয়াছে। * *

---

* টিকা ঃ অস্বীকারকারী বলিতে মৌলভী আবু সাঈদ মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা সে ফতওয়া লিখিয়া নাযীর হোসেনের নিকট পেশ করিল এবং এই দেশে অস্বীকারের আগুন প্রজ্জ্বলনকারী ছিল নাযির হোসেনই। তাহার উপর উহাই প্রযোজ্য, যাহার সে যোগ্য।

* * টিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা তাহার উচিত ছিল না। তাহার ভীত হওয়া উচিত ছিল। যত দুঃখ তুমি পাও তাহাতো খোদার তরফ হইতে। এই স্থানে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে। অতএব ধৈর্য ধারণ কর, যেমন দৃঢ় প্রত্যয়ী নবীগণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছে। ঐ বিশৃঙ্খলা খোদাতা'লার তরফ হইতে হইবে, যাহাতে তিনি তোমাকে ভালবাসেন। ইহা ঐ খোদার ভালবাসা যিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও সম্মানিত। দুইটি ছাগল যবাই করা হইবে। পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহাদের প্রত্যেকেই পরিণামে বিলীন হইবে। তুমি কোন চিন্তা করিও না এবং দুর্বলতা দেখাইও না। খোদা কি স্বীয় দাসের জন্য যথেষ্ট নহেন? তুমি কি জান না খোদা সব কিছুর উপর শক্তিশালী? ইহারা তোমাকে ঠাট্টার লক্ষ্যস্থল বানাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা বিদ্রূপের সহিত বলে, এই কি সেই ব্যক্তি যাহাকে খোদা প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছেন? তাহাদিগকে বল, আমি তো একজন মানুষ। আমার প্রতি এই ওহী হইয়াছে যে, তোমাদের খোদা এক খোদা এবং সকল কল্যাণ ও নেকী কোরআনে আছে, অন্য কোন কেতাবে নাই। ইহার রহস্য তাহারা ভেদ করিতে পারে, যাহাদের হৃদয় পবিত্র। বল, খোদার হেদায়াতই প্রকৃতপক্ষে হেদায়াত। তাহারা বলিবে, খোদার এই ওহী কোন বড় লোকের উপর কেন অবতীর্ণ হইল না, যে দুইটি শহরের কোন একটি শহরের অধিবাসী?* তাহারা বলিবে, তুমি এই মর্যাদা কোথা হইতে পাইয়াছ? ইহা তো একটি ষড়যন্ত্র, যাহা তোমরা সকলে মিলিয়া তৈয়ার করিয়াছ। এই সকল লোক তোমাকে দেখে। কিন্তু তুমি তাহাদিগকে দেখ না। ইহাদিগকে বল, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তবে আস, আমার অনুবর্তিতা কর, যাহাতে খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসেন। তোমাদের উপর দয়া করার জন্য খোদা আসিয়াছেন। ইহার পরও যদি তোমরা দুষ্টামীর দিকে ফিরিয়া যাও, তবে আমরাও শাস্তি প্রদানের দিকে ফিরিয়া যাইব। আমরা জাহান্নামকে

** টিকা: এই জায়গায় আবু লাহাব বলিতে দিল্লীর এক মৌলভীকে বুঝানো হইয়াছে, যে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ২৫ বৎসর পূর্বের, যাহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ঐ যুগে মুদ্রিত হয় যখন আমার সম্পর্কে কাফেরের ফতওয়াও এই সকল মৌলভীর পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কাফেরের ফতওয়ার প্রবক্তাও ঐ দিল্লীর মৌলভীই ছিল, যাহার নাম খোদাতা'লা আবু লাহাব রাখেন। কাফেরের ফতওয়ার এক দীর্ঘ সময় পূর্বে এই সংবাদ দেওয়া হয়, যাহা বারাহীনে আহমদীয়ায় লিপি-বদ্ধ আছে।

* টিকা: অর্থাৎ এই ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবী করিয়াছে, যে পাঞ্জাবের একটি ছোট গ্রাম কাদিয়ানের অধিবাসী। কেন প্রতিশ্রুত মাহদী মক্কা বা মদীনায় অবতীর্ণ হইল না, যাহা ইসলামের জন্মভূমি?

কাফেরদের জন্য জেলখানা বানাইয়াছি। আমরা তোমাকে সমগ্র পৃথিবীর উপর দয়া করার জন্য প্রেরণ করিয়াছি। ইহাদিগকে বল, তোমরা তোমাদের গৃহে নিজেদের সাধ্য মত কর্ম কর আর আমি আমার সাধ্য মত কর্ম করিতেছি। অতঃপর অল্প কিছু কাল পরেই তোমরা দেখিতে পাইবে যে, খোদা কাহাকে সাহায্য করেন। তাকওয়া ছাড়া কোন কর্ম এক বিন্দুও গৃহীত হইতে পারে না। খোদা তাহাদের সহিত থাকেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিয়া পুণ্য কর্মে মগ্ন থাকে। বল, যদি আমি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বানাইয়া বলিয়া থাকি তবে আমার পাপ আমার স্কন্ধে আছে। ইতিপূর্বে এক দীর্ঘ সময় আমি তোমাদের মধ্যেই কাটাইতেছিলাম। তারপরও কি তোমরা বুঝ না? খোদা কি স্বীয় বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? আমরা তাহাকে লোকদের জন্য একটি নিদর্শন ও রহমতের নমুনা বানাইব এবং ইহা আদি হইতেই নির্ধারিত ছিল। ইহা ঐ বিষয়, যে ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করিতেছিলে। তোমার উপর সালাম। তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করা হইয়াছে। তুমি পৃথিবীতে ও পরকালে কল্যাণময়। তোমার মাধ্যমে রুগ্নদের উপর আশীষ অবতীর্ণ হইবে। *

نزدیک رسید و پائے محمد یاں بر منار بلند تر محکم افتاد

---

* টিকা: তোমার মাধ্যমে রুগ্নদের উপর আশীষ অবতীর্ণ হইবে—খোদার এই কথাটি আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয় প্রকারের রুগ্নদের জন্য প্রযোজ্য। কথাটি আধ্যাত্মিক অর্থে এই জন্য প্রযোজ্য যে, আমি দেখিতেছি আমার হাতে হাজার হাজার বয়াত গ্রহণকারীরা এইরূপ, যাহাদের আমল (কর্ম সম্পাদন)-এর অবস্থা পূর্বে খারাপ ছিল; কিন্তু বয়াত করার পর তাহাদের আমলের অবস্থা ভাল হইয়া গিয়াছে এবং নানা ধরনের পাপ হইতে তাহারা তওবা করিয়াছে। তাহারা নামাযে নিষ্ঠাবান হইয়াছে। আমার জামা'তের শত শত লোককে আমি এইরূপ দেখিয়াছি যাহাদের হৃদয়ে এই দহন সৃষ্টি হইয়াছে কিভাবে তাহারা প্রবৃত্তির আবেগ হইতে পবিত্র হইবে। দৈহিক রোগ সম্পর্কে আমি বারবার দেখিয়াছি যে, মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের অধিকাংশ আমার দোয়া ও মনোযোগের দরুন আরোগ্য লাভ করিয়াছে। আমার ছেলে মোবারক আহমদ প্রায় দুই বৎসর বয়সে এইরূপ অসুস্থ হয় যে, নৈরাশ্যের অবস্থা দেখা দিল। আমি তখনো দোয়া করিতে ছিলাম, এমন সময় কেহ বলিল যে, ছেলে মারা গিয়াছে। অর্থাৎ, এখন থাম, দোয়ার সময় নহে। কিন্তু আমি দোয়া করা বন্ধ করিলাম না। যখন আমি আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশের এই অবস্থায় ছেলের দেহে হাত রাখিলাম তৎক্ষণাৎ আমি তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করিলাম। তখনও আমি তাহার দেহ হইতে হাত উঠাই নাই, এমন সময় আমি ছেলের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে জীবনের স্পন্দন অনুভব করিলাম। কয়েক মিনিট পরে সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়া উঠিয়া বসিল।

টিকার অবশিষ্টাংশ অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পবিত্র মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) নবীগণের নেতা। খোদা তোমার সকল কর্মকে সঠিক করিয়া দিবেন। তোমার সকল উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। সেনাবাহিনীর মালিক এই দিকে মনোনিবেশ করিবেন। এই নিদর্শনের অর্থ এই যে, কুরআন শরীফ খোদার কেতাব এবং আমার মুখের কথা। হে ঈসা! আমি তোমাকে মৃত্যু দিব এবং তোমাকে নিজের দিকে উত্তোলন করিব। আমি তোমার অনুসারীদিগকে তোমার অস্বীকারকারীদিগের উপর কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখিব। ইহাদের মধ্যে একটি দল হইবে প্রথম এবং অন্য দলটি হইবে পরবর্তী। আমি আমার চমক দেখাইব। নিজের কুদরতে তোমাকে উঠাইব। পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে; কিন্তু পৃথিবীবাসী তাহাকে গ্রহণ করে নাই।

প্লেগের দিনগুলিতে যখন কাদিয়ানে ব্যাপকভাবে প্লেগ দেখা দিল তখন আমার ছেলে শরীফ আহমদ অসুস্থ হইল। তাহার তীব্র জ্বর দেখা দিল। ইহাতে ছেলে সম্পূর্ণ বেহুশ হইয়া গেল এবং বেহুশী অবস্থায় হাত ছুঁড়িতে লাগিল। আমার মনে হইল যদিও মানুষ মৃত্যুর অধীন, তথাপি প্লেগের এই প্রাদুর্ভাবের সময় যদি ছেলে মারা যায় তবে দুশমনরা এই জ্বরকে প্লেগ সাব্যস্ত করিবে এবং খোদাতা'লার ঐ পবিত্র ওহীকে মিথ্যা বলিবে, যাহাতে তিনি বলেন, انی احافظ کل من فی الدار অর্থাৎ, তোমার গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে যাহারা আছে তাহাদের প্রত্যেককে আমি প্লেগ হইতে রক্ষা করিব। এই ভাবনায় আমার হৃদয়ে এইরূপ ব্যথার উদ্রেক হইল, যাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। প্রায় রাত্রি বারটার সময় ছেলের অবস্থা খারাপ হইয়া গেল। তখন আমার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল যে, ইহা সাধারণ জ্বর নহে, ইহা অন্য একটি বিপদ। আমি বর্ণনা করিতে পারি না তখন আমার হৃদয়ের অবস্থা কি হইয়াছিল। খোদা না করুন যদি ছেলের মৃত্যু হয় তবে যালেম প্রকৃতির লোকদের হাতে সত্য গোপন করার জন্য অনেক সুযোগ আসিয়া যাইবে। এই অবস্থায় আমি ওযু করিলাম এবং নামাযের জন্য দাঁড়াইয়া গেলাম। ঠিক দাঁড়ানোর সাথে সাথেই আমার ঐ অবস্থা হইল, যাহা দোয়ার কবুলিয়তের জন্য একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন। আমি ঐ খোদার কসম খাইয়া বলিতেছি, যাহার হাতে আমার প্রাণ আছে সম্ভবতঃ আমি তিন রাকাত নামায পড়িয়াছিলাম। এই সময় আমার উপর কাশ্‌ফী অবস্থা (দিব্য-দর্শনের অবস্থা) জারী হইল এবং আমি কাশ্‌ফে দেখিলাম ছেলে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ আছে। তারপর ঐ কাশ্‌ফী অবস্থা তিরোহিত হইতে লাগিল। আমি দেখিলাম ছেলে সজ্ঞানে চারপাই-এর উপর বসিয়া আছে এবং পানি চাহিতেছে। আমি চার রাকাত নামায শেষ করিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি তাহাকে পানি দিলাম এবং তাহার শরীরে হাত লাগাইয়া দেখিলাম জ্বরের নাম নিশানাও নাই এবং প্রলাপ বকা, অস্থিরতা ও বেহুশী অবস্থা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেল। ছেলে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া গেল। খোদার কুদরতের এই দৃশ্য আমাকে তাঁহার শক্তি ও দোয়া কবুল সম্পর্কে এক তাজা ঈমান দান করিল।

অতপর কিছুকাল পরে এইরূপ ঘটিল যে, মালীর কোট্‌লার রঈস সরদার মোহাম্মদ আলী খানের পুত্র কাদিয়ানে মারাত্মকভাবে পিড়ীত হইয়া পড়িল এবং হতাশার অবস্থা

টিকার অবশিষ্টাংশ পরের পাতায় দ্রষ্টব্য

কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিবেন। তুমি আমার নিকট এইরূপ যেরূপ আমার একত্ব ও অদ্বিতীয়তা। অতএব ঐ সময় আসিতেছে যখন তোমাকে সাহায্য করা হইবে এবং পৃথিবীতে তোমাকে খ্যাতিমান করা হইবে। তুমি আমার নিকট আমার আরশতুল্য। তুমি আমার সন্তানতুল্য। * তুমি আমার এত নিকটতম যাহা জগদ্বাসী জানিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

দেখা দিল। তিনি আমাকে দোয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করিলেন। আমি আমার 'বায়তুদ দোয়া' (হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে গৃহে দোয়া করিতেন তাহাকে 'বায়তুদ দোয়া', অর্থাৎ দোয়ার গৃহ বলা হয়—অনুবাদক) তে গিয়া তাহার জন্য দোয়া করিলাম। দোয়ার পর মনে হইল তকদীর যেন অটল এবং এই সময় দোয়া করা নিরর্থক। তখন আমি বলিলাম, হে খোদা, যদি দোয়া কবুল না হয় তবে আমি সুপারিশ করিতেছি যে, আমার জন্য এই ছেলেকে সুস্থ করিয়া দাও। এই কথাটি আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পরে আমি খুব অনুতপ্ত হইলাম যে, কেন আমি এইরূপ বলিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই খোদাতা'লার তরফ হইতে আমার নিকট এই ওহী হইল,

من ذالذی یشفع عندہ الا باذنہ

অর্থাৎ কাহার দুঃসাহস যে, খোদার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করে? আমি এই ওহী শুনিয়া চুপ হইয়া গেলাম। এক মিনিটও অতিক্রান্ত হয় নাই, এমন সময় আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই ওহী হইল انک انت المجاز অর্থাৎ, তোমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হইল। অতঃপর আমি দোয়ার উপর পুনরায় জোর দিলাম এবং আমি অনুভব করিলাম যে, এখন এই দোয়া বৃথা যাইবে না। বস্তুতঃ ঐ দিনেই বরং ঐ সময়েই ছেলের অবস্থা আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইল। সে যেন কবর হইতে বাহির হইল।

(এই টিকার অবশিষ্টাংশ পাক্ষিক আহমদীর পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হইবে)

* খোদাতা'লা পুত্র হইতে পবিত্র। এই কথাটি রূপক হিসাবে বলা হইয়াছে। যেহেতু এই যুগে এই জাতীয় শব্দের দরুন নির্বোধ খৃষ্টানেরা হযরত ঈসাকে খোদা সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে, যেহেতু খোদার প্রজ্ঞা ইহাই চাহিল যে, ইহার চাইতেও অধিক জোরালো শব্দ এই বিনীত বান্দার জন্য ব্যবহার করা হউক যাহাতে খৃষ্টানদের চক্ষু খোলে এবং তাহারা বুঝে, যে সকল শব্দ মসীহকে খোদা বানায় উহাদের চাইতেও অধিক জোরালো শব্দাবলী এই উম্মতের মধ্যে একজনের জন্যও ব্যবহার করা হইয়াছে।

(৩য় পাতার পর)

প্রচেষ্টা বিফলে গেলেও দোয়া বিফলে যায় না। শুধু প্রয়োজন খোদার নিকট সঠিকভাবে চাওয়া। আমাদিগকে অনুধাবন করতে হবে

غیر ممکن کو ممکن میں بدل دیتی ہے دعا
اے میرے فلسفیو زور دعا دیکھو تو

অর্থাৎ—দোয়াই অসাধ্যকে সাধ্যে পরিণত করে। হে দার্শনিকগণ! দোয়ার শক্তি তো পরীক্ষা করে দেখো। আসুন আমরা সবাই খোদার কাছে হাত পাতি ও নিজেদের সকল সমস্যার সমাধান লাভ করি। আমীন।

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক গত ১১-৬-৯৩ তারিখে মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ।

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা তেলাওয়াতের পর হুযুর (আইঃ) সূরা ফাতাহ'র নিম্নোক্ত ৩০ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

محمد رسول الله ط والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا - سيماهم فى وجوههم من اثر السجود ط ذلك مثلهم فى التورة ومثلهم فى الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ط وعدالله الذين امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظيما ٥ (سورة فتح - ٣٠)

অর্থাৎ—মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল এবং যারা তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্ত কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র। তুমি তাদিগকে রুকূ ও সেজদারত দেখতে পাবে। তারা সর্বদা আল্লাহর ফযল ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যত্নবান থাকিবে। সেজদার চিহ্নের দরুন তাদের চেহারায় তাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রয়েছে; তাদের এই বিবরণ তওরাতে আছে এবং ইঞ্জিলেও আছে। তাদের বিবরণ এক শস্য ক্ষেত্রের ন্যায় যা নিজ অংকুর নির্গত করে; অতঃপর উহাকে সুদৃঢ় করে ফলে, উহা আরও পুষ্ট হয়। অতঃপর উহা স্বীয় কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কৃষককে আনন্দিত করে যেন তিনি তাদের দ্বারা কাফেরদিগকে ক্রোধান্বিত করেন। তাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে ক্ষমা এবং মহাপ্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন (ফাতাহ ঃ আয়াত ৩০)।

হুযুর বলেন, এর পূর্বের এক খুতবায় এই আয়াতের বিষয়বস্তুর উপর বিশদ আলোচনা করেছিলাম কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তুটি বিস্তৃত যা ঐ খুতবায় বর্ণনা করা সম্ভব হয় নি। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর মসীহ্‌র যুগের কথা বর্ণনা করছেন। তাই এই সূত্রে এই আয়াত সম্পর্কিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইঞ্জিলে বর্ণিত এই সংক্রান্ত উপমাগুলি তুলে ধরা প্রয়োজন। কারণ মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন—তাঁর জামাতের উন্নতি শস্য ক্ষেত্রের ন্যায় হবে এবং তাঁর জামাতের

উদ্দেশ্যও সেই শস্য ক্ষেত্রের ন্যায়। কিন্তু ঐ মহৎ উদ্দেশ্যাবলী যার উপর আল্লাহ্‌তা'লা এই জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তা এখনো অনেক দূরে। এই জন্যে নিজেদের মাঝে তৌহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতে হবে, দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র জন্যে হয়ে যেতে হবে, খোদার স্মরণের অনুপম বৈশিষ্ট্য ও ভ্রাতৃত্বের গভীর বন্ধনের বৈশিষ্ট্যসমূহকে বিকশিত করতে হবে।

এই বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা হযরত ঈসা (আঃ)ও বলেছেন কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যসমূহকে যখন মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাদের মাঝে বিকশিত হতে দেখি তখন মনে হয় যেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলি মহান ও নতুনরূপে বিকশিত হচ্ছে। এই বিষয়গুলিকে কুরআন যেভাবে বর্ণনা করেছে তা অতুলনীয়। এই আয়াতের বিষয়বস্তুর সাথে জামাতে আহমদীয়ার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যেখানে বলেছেন যে, খোদা যে মর্যাদায় জামাতকে ভূষিত করতে চান তা অনেক দূরে। একথার অর্থ এই নয় যে, তাঁর যুগে সাহাবাদের তারবীয়ত হয়নি বরং এর অর্থ হলো আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা এই যে, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহকে সমগ্র মানব জাতির মাঝে বিকশিত করা ও তাদের মধ্যে এ গুণাবলীকে সৃষ্টি করা। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ও তাঁর সাহাবারা তো কুরআন মজীদের এই আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিত্বসমূহ ছিলেন যে و اخرين منهم لما يلحقوا بهم অতএব কোন ব্যক্তি যদি এ ধারণা করে যে, সে মর্যাদায় পৌঁছতে অনেক দেরী হবার অর্থ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবাদের তারবীয়ত হয় নি বা তারা মহান মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না তাহলে তা ভুল করা হবে। আমি যে বিষয়বস্তুটি আপনাদের সামনে রাখতে যাচ্ছি তা বুঝতে হলে কুরআনের পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে সামনে রাখতে হবে। কেননা সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আমাদের অবগত হতে হবে যে, খোদাতা'লা আমাদিগকে কোন্ মর্যাদায় দেখতে চান। কুরআন আমাদিগকে সংবাদ দিচ্ছে যে, তোমরা তো সেই গোষ্ঠি যাদের সম্বন্ধে ইঞ্জিলে বলা হয়েছে যে, তোমাদের উপমা এক শস্য ক্ষেত্রের ন্যায় যা নিজ অংকুর নির্গত করে; অতঃপর উহাকে সুদৃঢ় করে, ফলে উহা আরও পুষ্ট হয়। অতঃপর উহা স্বীয় কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় যা কৃষককে আনন্দিত করে যেন তিনি তাদের দ্বারা কাফেরদিগকে ক্রোধান্বিত করেন।

হুযূর বলেন, 'الزراع' (কৃষক) শব্দ দ্বারা দায়ীইলাল্লাহের কথা বলা হয়েছে যারা বিভিন্ন মাটিতে বীজ বপন করে। এই বীজ ভাল মাটিতে পড়ে ভাল ফসল দেয়। কেননা এই বীজ বপনকারীরা অভিজ্ঞ তাই তারা জানে কোন্ মাটিতে কোন্ ধরণের ফসল উৎপাদিত হয়। মোমেনদের মধ্যে কিছু লোক সাদা মাটা হয়ে থাকে, কিছু লোক অনভিজ্ঞ, কিছু লোক থাকে বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ। কিন্তু কুরআন মজীদ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর দাস-

দিগকে বলছে, তোমরা হযরত ঈসার (আঃ) অনুসারীদের ন্যায় নও বরং তোমরাতো অতুলনীয় লোক, যাদের সম্বন্ধে এই ধারণা করা হয় যে, তারা নিজেদের প্রচেষ্টাকে নষ্ট করবে না ও অযথা শ্রম নষ্ট করবে না বরং তাদের থেকে ইহা আশা করা যাচ্ছে যে, তারা সর্বদাই উত্তম শস্য ক্ষেত্রে বীজ বপন করবে ও উত্তম ফসল পাবে। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর প্রকৃত শান ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। অনেক এমন তবলীগকারী রয়েছেন যারা মাটি যাচাই না করে বীজ বপন করে দেয় এবং বছরের শেষে আফসোস করে বলতে থাকে, ফলতো কিছুই পেলাম না বস্তুতঃ খোদাতা'লা আমাদিগকে বলছেন—তোমরা বিরাণ ও অনুর্বর জমিতে বীজ বপন করো না এরূপ করা মোমেনীনের শোভা পায় না।

কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উম্মতের পুনর্জাগরণ মসীহিয়্যতের সাথে সম্পর্কিত; কিন্তু এই মসীহ হযরত মূসা (আঃ)-এর মসীহ্ নয় বরং সে মুহাম্মদী মসীহ। তাই কুরআন মজীদে মুহাম্মদী মসীহ্‌র অনুসারীদিগকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুসারীদের ন্যায় হয়ো না বরং তোমরা তো এক মহান ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নবীর উম্মত তাই তোমাদের মর্যাদাও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব তোমাদের সামনে যতই উদাহরণ আসুক না কেন তোমাদের কাজ এই যে, তোমরা উত্তমকে গ্রহণ করো এবং উত্তম হতে চেষ্টা করো।

হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে ইঞ্জিলে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ঝিলের কিনারায় এসে বসলেন। তাকে দেখে লোকেরা একত্রিত হলো। তিনি এক নৌকায় করে ঝিলের পানিতে চলে গেলেন। লোক সকল ঝিলের কিনারায় দাঁড়িয়ে রইলো তখন তিনি বললেন—আমি তোমাদিগকে এক বীজ বপনকারীর কথা শুনাই, সে ব্যক্তিটি বীজ ফেলতে শুরু করলো। কিছু বীজ রাস্তার ধারে পড়লো, যেগুলোকে পাখী খেয়ে ফেললো। কিছু বীজ পাথরের উপর পড়লো মাটি বেশী না থাকার কারণে বীজ ত্বরিৎ অংকুরিত হলো, সূর্য উদিত হলে সূর্যের আলোতে বীজটি শুকিয়ে গেল, কেননা মাটি না থাকার কারণে জড়টি গভীরে যেতে পারে নাই। কিছু বীজ জঙ্গলে পড়লো, জঙ্গলের লতা-পাতা সেগুলিকে দাবিয়ে দিলো। আর কিছু বীজ ভাল মাটিতে পড়লো তা হতে কোথাও একশত গুণ, কোথাও ষাটগুণ, কোথাও ত্রিশগুণ ফসল উৎপাদিত হলো। যার কান রয়েছে সে শ্রবণ করে নিক। শিষ্যরা বললো—আপনি উপমা দিয়ে কেন কথা বলছেন, হযরত ঈসা (আঃ) বললেন—তোমাদিগকে ঐশী রাজত্বের রহস্যাবলী বুঝবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

হুযূর বলেন—হযরত ঈসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় কুরআন বলছে যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উম্মত অভিজ্ঞ, তারা যত্রতত্র বীজ বপন করে না। হযরত ঈসা (আঃ)-এর উপরোক্ত উপমাতে যে বিষয়গুলি বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনও তা বর্ণনা করেছে

কিন্তু উপমার বিবরণে আকাশ পাতাল পার্থক্য। কুরআন বীজ নষ্ট হবার সম্বন্ধে সূরা বাকারার ২৬৫ আয়াতে বলে যে, ঐ সমস্ত লোক যারা লোক দেখানো কার্যকলাপ করে অথবা অযথা কর্ম করে তাদের উপমা ঐ পাথরের ন্যায় যার উপর কিছু মাটি আছে এবং যখন তার উপর মুষল ধারে বৃষ্টি হয় পাথরটিকে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন যে, মোমেনের চেষ্টা বিফলে যায় না। আর তার চেষ্টা যদি বিফলে যায় তাহলে তা তার নিজের দোষে। আর দোষটি হলো এই যে, যখন খোদার আশিস ও ফযলের বারিধারা বর্ষিত হয় তখন সে সেই বারি ধারাকে গ্রহণ করতে পারে না, সে অক্ষম অর্থাৎ খোদা যেই গতি চান, যেমন কর্ম চান সে সেই তালে চলতে পারে না এবং এজন্যে তার প্রয়াস বিফলে যায়।

হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর উপমায় বলেছেন যে, কোন বীজ ১০০ গুণ কোন বীজ ৬০ গুণ কোন বীজ ৩০ গুণ বেশী ফল দান করেছে। এর বিপরীতে কুরআন এই বর্ণনা দান করেছে যে, ঐ সকল লোকদের উদাহরণ সেই বীজের ন্যায় যা মাটিতে বপন করা হয়। অতঃপর তা হতে সাতটি শীষ নির্গত হয় এবং প্রতিটি শীষে ১০০টি করে শস্য দানা থাকে। এর পরেও খোদা যাকে ইচ্ছা অধিক দান করেন (সূরা বাকারা ঃ ২৬১)।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যে কল্যাণ দেয়া হয়েছে তার বরকতে যে কেউ সাতশত গুণ বা তারও অধিক কল্যাণ প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে তাঁর পূর্ণ অনুবর্তিতা করবে তার জন্যে এ কল্যাণ সীমাহীন কেননা খোদাতা'লা যাকে ইচ্ছা এর চেয়ে অধিক গুণে বাড়িয়ে কল্যাণ দান করতে পারেন।

হুযুর বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের সম্বন্ধে কি বলেছেন, আমাদের কাছ থেকে কি আশা করছেন, তাও আমাদের জানা প্রয়োজন যাতে করে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, আমরা কেমন ব্যক্তিত্ব ও আমরা কেমন ব্যক্তিত্বের অনুসারী। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, আমি তোমাদিগকে সত্য সত্যই বলছি যে, "অনেক নবী ও নেক বান্দাগণের এই আকাঙ্খা ও বাসনা ছিল যেন তারা তা দেখে যা তোমরা দেখবে কিন্তু তারা তা দেখেনি। আবার তারা যেন তা শুনে যা তোমরা শুনবে কিন্তু তারা তা শুনেনি"। এই ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের জন্যে ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জন্যে। এতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত মসীহ মাওউদ যিনি হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাস হবেন তিনি কত মর্যাদার অধিকারী হবেন!

অতএব উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী আমাদিগকে তা হতে হবে যা আশা করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র করুন আমরা যেন তা হতে পারি। আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা সেই যুগে প্রবেশ

করেছি যে যুগে খোদার আশীষ সামলানোর সময়। এখন বীজ বপন করার সময় নয় ফসল কিভাবে সামলাতে হবে তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে।

হুযূর (আইঃ) বলেন, আমার খেলাফতের ১১ বছর পূর্ণ হয়ে ১২তম বছরে পড়েছে। এ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে, আজ হতে ১১ বছর পূর্বে ১০ই জুন আমি খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হই এবং এদিন বৃহস্পতিবার ছিল, তার পরের দিন ছিল ১১ই জুন শুক্রবার। আজও খোদার এই শান যে, ১১ই জুনও শুক্রবার। এ সম্বন্ধে বন্ধুদের দৃষ্টি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে আকর্ষণ করাতে চাই আর তা হলো, "এগারোর পরে ইনশাআল্লাহ্‌"। আমি মনে করেছিলাম খেলাফতের ১১ বছর পর আমি হয়ত নিজ দেশে ফিরে যাবো ও হিজরতের অবস্থার অবসান হবে। কিন্তু আমার মনে উদ্রেক হলো যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন আর এ গুরুত্ব এজন্যে যে, এই ইলহামটি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শনের সাথে সম্পর্কিত। খোদাতা'লা এই ইলহামটি তাঁর সময়েই ইলাহী বখ্‌শ এর মৃত্যু দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। আবার হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এই ইলহামটি তাঁর হিজরত করে পাকিস্তান যাবার উপরেও প্রয়োগ করেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আইঃ) এই ইলহাম সম্বন্ধে বলেছেন, আমি এটি বুঝতে পারি নি। তবে এই ইলহামটির মূল হলো হযরত মসীহ মাওউদ (আইঃ)-এর সত্যতা। একটি ইলহাম কয়েক বার করেও পূর্ণতা লাভ করে। এটিই তাদের মধ্য হতে একটি। বস্তুতঃ পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম দেশ-গুলিতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যেভাবে অবমাননা ও তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার যে চেষ্টা হয়েছে তা পূর্বেকার সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমি মনে করি এরূপ অবস্থায় এখন আমরা এমন এক যুগে উপনীত হয়েছি যে, এখন সময় হয়েছে যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতা আন্তর্জাতিক ভাবে প্রকাশিত হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ইলহাম "এগারোর পরে ইনশাআল্লাহ্‌"—আমি মনে করি আমার খেলাফতের এগারো বছর পরে তা প্রকাশিত হবে। আপনারা দোয়া করুন আল্লাহ্‌তা'লা যেন সেই নিদর্শনকে সত্বর পূর্ণ করেন যা আমরা নিজ চোখ দ্বারা অবলোকন করি ও নিজ কান দ্বারা শ্রবণ করি।

(ডিস এন্টিনার মাধ্যমে শ্রুত খুতবা অবলম্বনে)

"যে সময় কোন ব্যক্তি কোন নামাযকে ছেড়ে দেয় সে সময়ই সে আহমদীয়াত থেকে বের হয়ে যায়।" (আল্‌ ফযল ঃ ৭ই জুন, ১৯৪২ খৃঃ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর তাজা নির্দেশ

আন্তর্জাতিক বয়াতের তাহরীকের পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্দিকে আল্লাহ্‌তা'লার আশীষের হৃদয় জুড়ানো দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে সকল স্থানে জামা'ত নিষ্ঠার সাথে নিজ দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এবং দোয়াকে নিজের ভিত্তি বানিয়ে এই জেহাদ শুরু করেছে খোদাতা'লার তকদীর এবং সাহায্য তাদের সহযোগী হয়েছে। এর ফলে এমনসব উৎসাহব্যাঞ্জক ফলাফল প্রকাশ পাচ্ছে যে, তাতে হৃদয় খোদাতা'লার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়।

ঐ সকল দেশ যেখানে সারা বছরে দশ হাজারও বয়াত হতো না সেখানে খোদার ফযলে এক দেড় সপ্তাহে মাত্র এক বারের প্রচেষ্টায় পাঁচ পাঁচ দশ দশ এমনকি তেরো হাজার পর্যন্ত বয়াত পাওয়া গেছে। আলহামদুলিল্লাহ্ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্

"আমি কিরূপে তোমার এ পুরস্কার গুণতে পারি
তোমার আশিস কিভাবে লিপিবদ্ধ করব তার ক্ষমতা নেই।"

তকদীরের এই দৃশ্য দেখে আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, খোদার ইচ্ছা কি আর তিনি এ জামা'তের ঝুড়িতে কি পরিমাণ ঢালার জন্য প্রস্তুত আছেন ?

সুতরাং আপনাদিগকে আরেকবার এই কল্যাণকর তাহরীকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী নিষ্ঠা ও দোয়ার সাথে অগ্রসর হোন। তাঁর সমর্থন ও সাহায্যের প্রবাহ আপনাদের গতিকে বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। আপনাদিগকে যে লক্ষ্য মাত্রা দেয়া হয়েছে তা নিছক লক্ষ্য মাত্রাই, তবে আপনাদের ক্ষমতা এর চেয়েও অধিক। আল্লাহ্ করুন আপনারা আপনাদের সাধ্যানুযায়ী বরং তা হতে অধিক সফলতা লাভ করুন।

ওয়াস্‌সালাম
খাকসার
মির্যা তাহের আহমদ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী মরহুম ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুতে অনেক সংস্থার পক্ষ থেকে এবং অনেক ভ্রাতা ও ভগ্নী ব্যক্তিগতভাবে শোক প্রস্তাব পাঠিয়াছেন এবং মরহুমের জন্যে দোয়া করে পত্র পাঠিয়েছেন। তাঁদের সকলের মতামত আমি শোকরিয়ার সাথে স্মরণ ও গ্রহণ করছি এবং তাদের জন্যে দোয়া করছি।

ব্যক্তিগতভাবে সকলের নিকট পত্র দিতে পারছি না বিধায় আমি একান্তভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতেও যেন আমরা এরূপ এক দেহ এক মন হয়ে একে অপরের দুঃখের বোঝা হালকা করতে পারি এ কামনা করি।

মাসুদা সামাদ
সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্
বাংলাদেশ

বাংলা সাহিত্যে আহমদীয়ত প্রসঙ্গ

কে, এম, মাহমুদুল হাসান

"ইয়া আইয়্যুহার্ রাসূলু বাল্লিগ মা উনযিলা ইলায়কা মিন্ রাব্বিকা ওয়া ইল্লাম তাফয়াল ফামা বাল্লাগতা রেসালাতাহু"—"হে রসূল তোমার প্রভুর কাছ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা (লোকদের কাছে) পৌঁছে দাও, এবং যদি তুমি এরূপ না কর তাহলে তুমি তাঁর পয়গাম আদৌ পৌঁছালে না।' (আল্ মায়েদা ঃ ৬৮)।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে। তাই বাংলা সাহিত্যে আহমদীয়ত তথা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রসঙ্গ খুঁজতে গেলেও খুব বেশী পেছনে হাঁটার প্রয়োজন নেই; ১০০ (একশো) বছরের বাংলা সাহিত্যের ঝাঁপি উল্টালেই চলবে। তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, এ সময়টাকেই বলা যায় আধুনিকতার আলো হাওয়ায় পরিপুষ্ট হয়ে আমাদের সাহিত্যের লকলকিয়ে বেড়ে ওঠার কাল। প্রচুর লেখালেখি হয়েছে এ সময়ে। আর জন্মেছেন ক্ষণজন্মা সব সাহিত্যিকগণ। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত সাহিত্যকর্ম বিশ্ববাসীর সামনে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, কালের বিচারে একশো বছর তেমন বেশী সময় না হলেও এ সময়ে যতবেশী সাহিত্যকর্ম হয়েছে তা এ ভাষায় আগে হয় নি। এসব কথা বিবেচনায় এনে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবময় কালেই আমরা অনুসন্ধান করছি 'আহ্মদীয়ত প্রসঙ্গ'।

এ প্রসঙ্গটি এসেছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। এসেছে কবিতায়, এসেছে গল্পে, এসেছে উপন্যাসে, ভ্রমণ-কাহিনীতে এবং প্রবন্ধে। প্রবন্ধে ব্যাপারটি বহুলভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ মাত্রই সাহিত্যক্ষেত্রে অচ্ছুৎ নয়। কারণ মূর্খ ব্যক্তির অজ্ঞতাপূর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাহিনী এবং গবেষণাসমৃদ্ধ লেখাকে এক পাল্লায় বিচার করা মোটেই যথোচিত নয়। আহমদী এবং অ-আহ্মদী উভয় ধরনের লেখকই তাদের সাহিত্য কর্মে আহমদীয়ত প্রসঙ্গটি এনেছেন। আহমদী লেখকরা মূলতঃ প্রবন্ধের মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনালব্ধ সত্যতাকে তুলে ধরেছেন। আর অ-আহমদী লেখকদের কেউ কেউ আহমদীদের ওপর পরিচালিত নির্যাতনকে উপজীব্য করেছেন তাঁদের সাহিত্যে, কেউবা আহমদীদের মুক্তমন ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে গল্পে ও উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। অ-আহমদী লেখকগণ প্রবন্ধ বা ভ্রমণ কাহিনীই শুধু নয় বরং গল্প ও উপন্যাসেও এ প্রসঙ্গটিকে এনেছেন, অত্যন্ত পারঙ্গমতার সঙ্গে। এই

দু'ধরনের (আহমদী ও অ-আহমদী) লেখক এবং তাঁদের লেখা সম্পর্কেই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচনার সুবিধার্থে পৃথক পৃথকভাবেই বিষয়টি উপস্থাপিত হলো।

(ক) আহ্‌মদী লেখকগণ ও তাদের রচনা ঃ

যেসব আহ্‌মদী লেখক আহ্‌মদীয়ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা করেছেন উভয় বাংলাতেই তাদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। পাক্ষিক 'আহমদী' পত্রিকাটি লেখক সৃষ্টিতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। এ জামা'তের অনেক বড় বড় লেখকেরই হাতে খড়ি হয়েছে এ পত্রিকায়। উভয় বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রকাশিত নিম্নবর্ণিত পত্রিকাগুলোতে ব্যাপকভাবে আহ্‌মদীয়ত প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। আহ্‌মদীয়তের প্রচারে এই পত্রিকাগুলোর অবদান রয়েছে ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	পত্রিকার নাম	প্রকাশের স্থান	প্রথম প্রকাশ কাল
১	আল বুশরা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১৯২১
২	আহমদীয়া বুলেটিন	কলকাতা	১৯২২
৩	আহমদী	কলকাতা ও ঢাকা	১৯২৫
৪	আল হেদায়েদ	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১৯২৮
৫	আল বুশরা	কলকাতা	১৯৭৩
৬	ঋতুপত্র	ময়মনসিংহ	
৭	খেদমত	ঢাকা	১৯৭২
৮	আহ্বান	ঢাকা	১৯৯১

প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যেসব আহ্‌মদী লেখক বাংলা ভাষায় আহমদীয়ত বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনা/অনুবাদ করেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তবে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এই তালিকাটি প্রামাণ্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে বিধায় এর বাইরেও কোন নাম বা সাহিত্যকর্ম থেকে যাওয়া বিচিত্র নয় ঃ

ক্রমিক নং	নাম	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	রচনার ধরন/উল্লেখযোগ্য রচনা
১	হযরত আহমদ কবীর নূর মুহাম্মদ (রাঃ)	হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাহাবী এবং বাংলাদেশের ১ম আহমদী	পুস্তক—ওফাতে মসীহ মারুফ বা জুলফিকারে আলী
২	হযরত মওলানা সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহঃ)	অবিভক্ত বাংলার প্রথম আমীর	পুস্তক-জযবাতুল হক (মূল রচনাটি বাংলায় নয় উর্দুতে)
৩	হযরত মৌলভী মোবারক আলী (রহঃ)	বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের আহমদী ও অবিভক্ত বাংলার আমীর, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে মিশনারী	অনুবাদ ও প্রবন্ধ-আমার জীবন স্মৃতি,

৪	মৌলবী মোহাম্মদ	সাবেক আমীর পূর্ব পাকিস্তান আঃ আঃ ও সাবেক ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ আঃ আঃ	অনুবাদ, প্রবন্ধ/পুস্তক-ওফাতে ঈসা (আঃ), কলেমা দর্শন, নামায তত্ত্ব, ইসলামেই নবুওয়ত, মোহাম্মদী মসীহ্‌ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, বিবাহ ও জীবন,দাজ্জাল ও তার গাধা প্রভৃতি
৫	মোহ্‌তরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	সুসাহিত্যিক, বর্তমান ন্যাশনাল আমীর, আঃ মুঃ জাঃ বাংলাদেশ	কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ, জীবনী রম্য রচনা/কলাম ঃ চলতি দুনিয়ার হালচাল ; অন্তর মুখী; পুস্তক ঃ মোসলেহ্‌ মাওউদ, রসূলে খোদা ও আমাদের জিন্দেগী, মহা জিজ্ঞাসা প্রভৃতি
৬	মৌলবী আহসান উল্লাহ সিকদার	বিশিষ্ট লেখক, সাবেক সম্পাদক পাক্ষিক আহমদী	অনুবাদ, প্রবন্ধ/পুস্তক ঃ মহা-সুসংবাদ, ভ্রমণকাহিনী ঃ পদব্রজে কাদিয়ান সফর
৭	মাওলানা সৈয়্যদ এজায আহমদ	সাবেক সদর মুরব্বী	অনুবাদ, জীবনী, প্রবন্ধ, পুস্তক-আহমদীয়ত, সীরাতে সুলতানুল কলম
৮	মৌলবী আবদুল হাফিয	আহমদী পত্রিকার প্রথম তত্বাবধায়ক ও সাবেক নায়েব আমীর, পূর্ব পাকিস্তান আঃ আঃ	অনুবাদ, প্রবন্ধ, পুস্তক-খাতা-মান্‌নাবীঈন, অনুবাদ ঃ জরুরতুল ইমাম (মূল ঃ হযরত ইমাম মাহদী আঃ) ভাবানুবাদ—কিশতিয়ে নূহ (মূল—হযরত ইমাম মাহদী-আঃ)
৯	হযরত আল্লামা জিল্লুর রহমান	সাবেক সদর মুরব্বী	অনুবাদ, প্রবন্ধ/পুস্তক—হাদীসুল মাহদী, অনুবাদ ঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া জামা'তের দান
১০	মৌলবী এ এইচ এম আলী আন-ওয়ার	পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার সাবেক সম্পাদক	প্রবন্ধ ও অনুবাদ/অনুবাদ—ইস-লামী উসুল কি ফিলসাফী ও আল্‌ ওসীয়্যত (মূল হযরত ইমাম মাহদী-আঃ)
১১	মৌলবী সলিমুল্লাহ্‌	সাবেক মোয়াল্লেম	নযমের পুস্তক-নযমুল মাহ্‌দী
১২	মৌলবী গোলাম সামদানী খাদেম	পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক	প্রবন্ধ

১৩	মাওলানা মমতাজ আহমদ	বিশিষ্ট আলেম	প্রবন্ধ, অনুবাদ
১৪	মৌলবী আজিম উদ্দীন	এদেশের প্রথম যুগের একজন ত্যাগী আহমদী	অনুবাদ : চশমায়ে মসীহি (মূল : হযরত ইমাম মাহ্‌দী-আঃ)
১৫	মাওলানা আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী	যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক মুসলিম মিশনারী	প্রবন্ধ, অনুবাদ, অনুবাদ : ফতেহ্ ইসলাম, কিশতিয়ে নূহ্ (মূল হযরত ইমাম মাহ্‌দী আঃ)
১৬	মৌলবী আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া	সুলেখক ও সাংবাদিক	ফিচার অনুবাদ/প্রধান প্রধান রচনা : হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রাঃ), হযরত কুদরতউল্লাহ্ সানওয়ারী (রাঃ) স্মরণে, ফিজি দ্বীপপুঞ্জে ইসলাম প্রচার
১৭	মৌলবী আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাঈল	লেখক ও অনুবাদক	অনুবাদ : আমেরিকায় ইসলাম প্রচার (মূলঃ হযরত আব্দুর রহমান খাঁ বাঙ্গালী)
১৮	চৌধুরী মোজাফ্‌ফর উদ্দীন	পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার প্রথম ম্যানেজার, রিভিউ অব রিলিজিয়নস্ পত্রিকার সাবেক সম্পাদক	প্রবন্ধ, অনুবাদ
১৯	মৌলবী বদরুদ্দীন আহমদ, এডভোকেট	সাবেক সেক্রেটারী উমুরে আমা আঃ মুঃ জঃ বাঃ ও সাবেক প্রেসিডেন্ট, আঃ মুসলিম জামাত, রংপুর	প্রবন্ধ, জীবন কথা, পুস্তক : ইসলামে খেলাফত, জীবন কথা : স্মৃতিকথা
২০	আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	রিজিওয়াল কায়েদ, মঃ খোঃ আঃ নায়েব ন্যাশনাল আমীর, আঃ মুঃ জাঃ বাঃ, লেখক, অনুবাদক সম্পাদক, ঋতুপত্র ও নির্বাহী সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী	ধর্ম, সমাজ ও ইতিহাস বিষয়ক রচনা, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, পুস্তক : বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, যুগ পর্যায়ে মানুষ ও ধর্ম, একই ধর্ম যুগে যুগে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর কালের কথা, যুগে যুগে নারী, দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ, নযুলে মসীহ নবী উল্লাহ্, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী (দঃ), ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ), বাইবেলের শিক্ষা বনাম

			খৃষ্টানদের বিশ্বাস, হোশান্না, হিন্দু ধর্ম সন্ধানে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ও বিরোধিতা, খেলাফত বনাম রাজতন্ত্র প্রভৃতি
২১	মোহতরম মকবুল আহমদ খান	সাবেক আমীর ঢাকা জামাত, নায়েব ন্যাশনাল আমীর আঃ মুঃ জাঃ বাঃ এবং লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী	প্রবন্ধ ও অনুবাদ : অনুবাদ-বারাকাতুদ্‌ দোয়া (মূল : হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) প্রবন্ধ : আহমদীয়াত কি ও কেন প্রভৃতি
২২	মোহতরম মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা	কলকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের আমীর এবং সম্পাদক আল বুশরা	প্রবন্ধ
২৩	,, চৌধুরী আব্দুল মতিন	আহ্‌মদী পত্রিকার ৩য় সম্পাদক	কবিতা, প্রবন্ধ, প্রধান প্রবন্ধ-সময়ের ইতিহাস
২৪	,, শাহ মুস্তাফিজুর রহমান	সাবেক সেক্রেটারী প্রকাশনা, আঃ মুঃ জাঃ বাঃ ও লেখক, ভাইস চেয়ারম্যান কাযা বোর্ড	কবিতা প্রবন্ধ, অনুবাদ, পুস্তক-আল্লাহ্‌ কি লৌকিক ? জীবন্ত ধর্মে যুগ ইমাম, ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, খাতামুন্‌নবীঈন (সাঃ) মোকাম ও মহিমা প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। কবিতা-আযান, তোহ্‌ফা
২৫	,, মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	সাবেক আমীর আঃ মুঃ জাঃ ঢাকা ও সাবেক নায়েব সদর বাঃ মঃ খোঃ আঃ	অনুবাদ, প্রবন্ধ। উল্লেখযোগ্য রচনা-সাদাকাতে মসীহ (আঃ), ইসলামী অর্থনীতি
২৬	,, মির্যা আলী আখন্দ	লেখক, অনুবাদক	অনুবাদ, প্রবন্ধ। উল্লেখযোগ্য রচনা-পাকিস্তানে আঃ জামাতের ইতিহাস
২৭	মৌলবী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	সাবেক সেক্রেটারী ফাইনান্স ঢাকা জামাত, সাবেক ন্যাশনাল মোতামাদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ ও সাবেক সম্পাদক, খেদমত,	অনুবাদ, প্রবন্ধ। সম্পাদনা : ইসলামী ইবাদতের ১ম সংকলন, অনুবাদ : আদর্শ জননী, ইয়াস্‌সার নাল কোরআন, সাদাজিন্দেগী,

		সাবেক প্রেসিডেন্ট পটুয়াখালী জামাত, সাবেক ডিভিশনাল নাযেম, মজলিসে আনসারুল্লাহ, খুলনা বিভাগ, অফিস সেক্রেটারী আঃ মুঃ জাঃ বাংলাদেশ ও মুরব্বী আতফাল, মঃ খোঃ আঃ বাংলাদেশ	প্রবন্ধ-জমা নামায, তাহরীকে জাদীদ ও আরও অনেক প্রবন্ধ, সংকলন পুস্তক-ইসলামী দোয়া
২৮	মোহতরম খন্দকার আজমল হক	সাবেক প্রেসিডেন্ট আঃ মুঃ জাঃ কিশোরগঞ্জ ও ডিভিশনাল নাযেম আনসারুল্লাহ, রাজশাহী	প্রবন্ধ, অনুবাদ, পুস্তক : মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় ও উহার প্রতিকার, উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ : জীন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন, মুসলমান কে ?
২৯	অধ্যাপক আমীর হোসেন	সাবেক প্রেসিডেন্ট আমুজা, ময়মনসিংহ	প্রবন্ধ ও অনুবাদ, অনুবাদ : মৃত্যুর পরবর্তী জীবন (মূলঃ হযরত জাফর উল্লাহ খান (রাঃ) চল্লিশটি মহামূল্য রত্ন, (মূলঃ হযরত মির্যা বশীর আহমদ-রাঃ)
৩০	জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ	লেখক	পুস্তক : যীশু খৃষ্টের অজানা জীবন
৩১	জনাব আখতারুজ্জামান	সাবেক প্রেসিডেন্ট, আঃ মুজা সিলেট	কবিতা, প্রবন্ধ পুস্তক : নীরোর বাঁশী, চিন্তার চাষ
৩২	,, মোবাশ্বেরুর রহমান	অনুবাদক	অনুবাদ : মা আমার মা (মূলঃ হযরত জাফরুল্লাহ খান-রাঃ)
৩৩	,, নযির আহমদ ভুঁইয়া	নায়েব সদর, মজলিসে আনসারুল্লার বাঃ ও সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ, আঃ মুঃ জাঃ বাঃ	অনুবাদ : তাযকিরাতুশ শাহাদাতাঈন (মূলঃ হযরত ইমাম মাহদী আঃ)
৩৪	,, সরফরাজ এম, এ, সাত্তার	লেখক	প্রবন্ধ
৩৫	,, ডাঃ আবুল কাশেম	,,	প্রবন্ধ। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধঃ পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়াত ও তারুয়া জামাতের কথা
৩৬	মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	সদর মুরব্বী	অনুবাদ, প্রবন্ধ। উল্লেখযোগ্য রচনা-তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত,

			খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা, অনুবাদ : মাহযারনামা
৩৭	মাওলানা ফারুক আহমদ শাহেদ	সদর মুরব্বী	প্রবন্ধ
৩৮	মাওলান বশীরুর রহমান	,,	,,
৩৯	মাওলান ফিরোজ আলম	,,	,,
৪০	মাওলানা সালেহ আহমদ	,,	অনুবাদ, প্রবন্ধ। পুস্তক : অযথা বিভ্রান্তি
৪১	মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী	,,	অনুবাদ-'লেকচার লাহোর' (মূল হযরত ইমাম মাহদী-আঃ)
৪২	মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	,,	অনুবাদ, প্রবন্ধ
৪৩	মাওলানা ইমদাদুর রহমান	,,	পুস্তক : আকীমুস সালাত, কুরআনের আলোকে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন ও তাঁহার সত্যতার প্রমাণ
৪৪	জনাব কে এম মাহমুদুল হাসান	মোতামাদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ ও সহঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন আমুজাবা	কবিতা, প্রবন্ধ রম্য-রচনা, জীবনী, অনুবাদ, পুস্তক-অমর জীবনের কিছু কথা, বিশ্বজোড়া অবক্ষয় ও মুক্তির পথ, দেশে দেশে আহমদীয়ত, জার্মানীতে প্রথম বাঙ্গালী মিশনারী, অনুবাদঃ ইসলাম ও কমিউনিজম (মূল হযরত মির্যা বশীর আহমদ-রাঃ)
৪৫	মিসেস রওশনআরা হক		প্রবন্ধ/স্মৃতি কথা উল্লেখযোগ্য রচনা : একটি জামাত প্রতিষ্ঠার ইতিকথা, নারীর মর্যাদা—সেকাল ও একাল
৪৬	মিসেস সাদেকা হক		প্রবন্ধ, অনুবাদ উল্লেখযোগ্য রচনা : সবুজ পাগড়ী (অনু বাদ) মূল-ডঃ মুফতী মুহাম্মদ সাদিক)

(ক্রমশঃ)

দুই সাক্ষ্যের পর আপনারা আর কি চাহেন?

—মাহফুজুর রহমান

"হুদাল্লিল মুত্তাকিনাল্লাযীনা ইউমেনুনা বিল্ গায়ব"—অর্থাৎ যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে সেই খোদা-ভীরুদের হেদায়াতকারী জীবন-বিধানই হচ্ছে এই কুরআন। ধর্ম যেহেতু অদৃশ্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাই ধর্মের আবরণে লালিত কিছু অতি প্রাকৃতিক কল্প-কাহিনীও সাধারণ মানুষের আকিদার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে এটা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, মুসলমানদের কুরআন অক্ষুন্ন থাকা সত্ত্বেও এবং যুগে যুগে সংস্কারক আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও ঈসা নবী এখনও আকাশে আল্লাহর নিকট বেঁচে আছেন, এমন একটি পরকীয় অন্ধ বিশ্বাস সুদীর্ঘ হাজার বছর ধরে ইসলামে অনুপ্রবেশ করে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের ধর্মীয় আকিদা হিসাবে গণ্য হয়ে রয়েছে। আরও মজার ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি এই অত্যাশ্চর্য আকিদায় বিশ্বাস না রাখবে, তাকে কাফের অমুসলিম বলে ফতওয়া দেয়া হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বাপ দাদার ধর্ম সম্পর্কীয় রীতি-নীতি ও অন্ধ বিশ্বাস ভ্রান্ত হলেও তাই তাদের কাছে অভ্রান্ত আকিদা হিসাবে মনের মধ্যে গভীরভাবে চিরস্থায়ী রেখাপাত করে থাকে। তাই প্রকৃত সত্য যখন তাদের সামনে পেশ করা হয়; তখন তারা তাকে শুধু মনে প্রাণে অস্বীকারই করে না বরং সেই সত্য প্রচারকারীকে মনে মনে ঘৃণা করে ও তার বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। অতএব কোন ভ্রান্ত আকিদা মানুষের মন থেকে দূর করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এ জন্যই জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টটল্কে হেমলক বিষ পান করে ইহজগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, ইসলামের মধ্যে যে সমস্ত শেরেকী, বেদাত ও কুসংস্কার প্রবেশ করবে তা দূর করার জন্য প্রত্যেক একশত বৎসরের মাথায় একজন মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক আবির্ভূত হবেন। আর এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বিগত হিজরী শতাব্দীগুলিতে যে সকল মোজাদ্দেদ আবির্ভূত হয়ে ইসলাম বিরোধী রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্রের তাবেদার হতে অস্বীকার করায় সমকালীন রাজা বাদশা, স্বৈরাচারী শাসক বা তাদের তাবেদার গোড়া মোল্লা সমাজ কর্তৃক কুফরী ফতওয়া-সহ অন্য বহুবিধ নির্যাতন ভোগ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম শাফী (রঃ) তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে ইমাম গাজ্জালী, ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে বড় পীর হযরত আবদুল কাদের জীলানী ও একাদশ হিজরী শতাব্দীতে জগদ্বিখ্যাত মোজাদ্দেদ আলফেসানীর

উপর মোল্লা সমাজের কুফরী ফতওয়াসহ যে রাজ-রোষ নেমে এসেছিল তা ঐতিহাসিক-গণের মর্মপীড়ারূপে এখনও ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। অতএব চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর উপর নর-হত্যার অভিযোগ-সহ কুফরী ফতওয়া জারী হবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? উল্লেখ করা যায় যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র আদেশ পেয়ে ১৩০৬ হিজরীতে মোজাদ্দেদ এবং পরে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করেন। "লা মাহদী ইল্লা ঈসা ইবনে মরিয়াম" — (অর্থাৎ যিনি মাহদী তিনিই ঈসা) এই হাদীসের ভিত্তিতে তিনি যখন নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ বলে দাবী পেশ করেন, তখন দেশের তৎকালীন মোল্লা সমাজ চিরাচরিত পন্থায় তাঁর বিরুদ্ধে চরম শত্রুতা আরম্ভ করেন। তাঁর দাবীর পক্ষে যে সব দলিল ও ঐশী নিদর্শন রয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য আগ্রহ না দেখায়ে, দূর থেকে সংশ্লিষ্ট হাদীসের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করে বলতে থাকেন যে, ইমাম মাহদী ও ঈসা নবী পৃথক ব্যক্তি। তারা মুসলমানদের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করে বলতে থাকেন যে, ঈসা নবী আসমানে জীবিত আছেন, আর তিনিই শেষ যমানায় সশরীরে আসমান থেকে নেমে এসে উম্মতের খবরদারী করবেন।

যে ধর্মে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের নূর। তাঁর সিংহাসন আসমান ও যমীন পর্যন্ত বিস্তৃত। কোন চর্মচক্ষু তাঁকে দেখতে পায় না। সেই ধর্মের ওলামাগণই ঈসা নবীর বসবাসের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট স্থান করে দিয়েছে। এর চেয়ে বড় তৌহীদ বিচ্যুতি আর কি হতে পারে? মিশরীয় খ্যাতনামা ইসলামী সুপণ্ডিত শায়খ আল গাজালী তার "আকিদাতুল মুস্‌লেমিন" গ্রন্থে বলেন, "হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন একজন মানুষ। তিনি পানাহার করতেন এবং দেহ থেকে উচ্ছিষ্ট ও মলমূত্র নির্গত করতেন। অতএব তাঁর মানব বৈশিষ্ট্য কি করে অস্বীকার করা যেতে পারে? অথবা কি করে তাঁর জন্য অতি মানবীয় মর্যাদা দাবী করা যেতে পারে? এ সবই হচ্ছে সত্য থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং চরম ভ্রান্তি।"

ইসলামের দার্শনিকগণ কুরআনের তত্ত্ব সম্পর্কে যে স্বচ্ছ ধারণা পেশ করেন, তাতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রকৃতি বা ফিৎরত এর মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও সৃষ্টির মঙ্গলের পদ্ধতিগত সামঞ্জস্যের প্রচুর নিদর্শন বর্তমান। বায়ু, উত্তাপ ও শব্দ প্রভৃতি অপরাপর অদৃশ্য বস্তুগুলির সঙ্গে আমাদের মনোজগতের ঘটনাবলীও অদৃশ্যের শামিল হয়ে সৃষ্টির দৃশ্যবস্তুর সঙ্গে একই কাতারে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র হুকুমের 'কুন' শব্দের জন্য সৃষ্টি লীলার নিয়মের রাজত্বে অপেক্ষমান। আল্লাহ্‌র এই নিয়মের রাজত্বে কোন অসামঞ্জস্য নেই, নাই কোন অবিচার, কলংক বা ছল-চাতুরীগত কৌশল।

ইসলামের প্রচলিত কুরআনের তফসীরে কোন কোন ভাষ্যকার বলেছেন, অমুক অমুক বুযুর্গ ব্যক্তিদের মতে ঈসা নবীকে শূল বিদ্ধ করার পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহ্ কৌশলে ঈসা নবীর শূল দণ্ডাজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্য আরেক নাগরিককে ঈসা নবীর শূলে রেখে, তাঁকে সশরীরে নিজ সমীপে আসমানে নিয়ে গেছেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, ঈসা নবীর মৃত্যুর সত্যতার বিপরীতে এই আকিদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তিনি বলেছেন, ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য থেকে যদি তারা দূরে সরে না গিয়ে থাকবে, তবে আমার আগমনের কি প্রয়োজন ছিল?

কিন্তু এই ভ্রান্ত আকিদা কিরূপে ইসলামী আকিদার অন্তর্ভুক্ত হল? এই প্রশ্নের উত্তরে আহমদী জামা'তের বুযুর্গ ব্যক্তিগণ অনুমান করেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সব খৃষ্টান ওলামা নিজেদের পুরাতন আকিদা নিয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারা ঈসা নবীর সশরীরে আকাশে গমনের আকিদাটি মনের অগোচরে অক্ষুন্ন রেখেছিল। যেহেতু ঐ সময় ইসলামের রাষ্ট্রীয় দৈহিক বর্ধনের উপরই মুসলমানদের একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তাই রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের স্বার্থে ঈসা নবীর উদ্ধারোহণ সম্পর্কীত বিষয়কে তওহীদের সঙ্গে সংঘাতমূলক কোন বিতর্কিত বিষয়রূপে বিবেচনা করতে তারা অনিচ্ছুক ছিলেন। তাছাড়া ঐ খৃষ্টানী আকিদা তখন ইসলামের শৈশবস্থায় তওহীদের পক্ষে শুভ-অশুভ বিবেচনাহীন একটি নগণ্য সহজ আকিদা হিসাবে গণ্য হত, যা নাকি আজ ইসলামের দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে তার অস্তিত্বের পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঈসা নবীর নবুওয়তে বিশ্বাস রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয। কুরআনে যেমন ঈসা নবীর কখনো প্রশংসা করা হয়েছে তেমনি আবার কখনো ঈসা নবীর উপর আরোপিত পুত্রত্ববাদকে তিরস্কার করা হয়েছে। পাক কুরআনে মুসলমানগণকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে বলা হয়েছে। অথচ অদৃষ্টের পরিহাস এই যে, আজ ইসলামের ওলামা সমাজ খৃষ্টানী বাতিল ধর্মকে ইসলামের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে জয়যুক্ত করার ব্যবস্থাটি পাকাপাকি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তারা এক জোট হয়ে ঈসা নবীর সশরীরে আল্লাহ্র নিকট বেঁচে থাকার আকিদাকে বিশ্ব মুসলিমের অভ্রান্ত আকিদা হিসাবে প্রচার করছে, যা আজ খৃষ্টানী বাতিল ধর্মকে সত্যধর্ম বলে প্রমাণ করার একটি দলিল হিসাবে গ্রাহ্য হচ্ছে।

খৃষ্টান পাদরীগণ মুসলমানকে বলে, তোমাদের নবী মারা গেছেন। কিন্তু আমাদের নবীকে আল্লাহ্ তাঁর নিকটে জীবিত রেখেছেন। আর শুন, ঈসা নবী আল্লাহ্র পুত্র বিধায় তিনি আল্লাহ্র ডানপাশেই আসন গ্রহণ করেছেন। একথাটা তোমাদের কুরআনে সূরা নেসার ১৫৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে "ইলায়হে" শব্দের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের ইঞ্জিলে পরিষ্কার লেখা রয়েছে—"HE WAS RECEIVED UP IN TO

HEAVEN AND SAT ON THE RIGHT SIDE OF GOD" । কি আছে এমন পার্থক্য তোমাদের কুরআন আর আমাদের ইঞ্জিলের মধ্যে? -আসলে কি জান? তোমাদের নবীর চাইতে আমাদের নবীর মর্যাদাই বেশী। কারণ তিনি যে খোদার পুত্র। তা না হলে আমাদের ঈসা নবীকে আল্লাহ্ একেবারে নিজের কাছে আসমানে নিয়ে যাবেন কেন? এ ধরা পৃষ্ঠে কি তাকে লুকিয়ে রাখার জন্য কোন গোপন স্থান ছিল না? তারা আরো বলে ইসলামের নবী তো মদীনার মাটিতে মিশে গেছেন অথচ ঈসা নবী উর্ধ্বাকাশে জীবিত। জীবিত আর মৃত কি সমান? এরূপ প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহু মুসলমান খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, অথবা তার মুসলমানী আকিদার মধ্যে খৃষ্টানদের পুত্রত্ববাদী আকিদাকে একাত্ম করে নিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তৌহীদের অনন্তকালীন মূল্যায়নের ভিত্তিতে যেমন আকায়েদ শাস্ত্র গড়ে ওঠেনি তেমনি কুরআনের তাফসীরের মধ্যে বহু খৃষ্টানী অতি প্রাকৃত রহস্য আর ঐতিহাসিক কল্প-কাহিনী তৌহীদ নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশে স্থান পেয়েছে। পরবর্তী যুগে মাওলানা রুমী ও সুফীবাদী অন্যান্য বহু বুযুর্গ ব্যক্তির আবির্ভাবে ইসলামের আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেলেও ঈসা নবী কোথায় আছে, তা নিয়ে তারা মাথা ঘামান নি। সুফীবাদী বুযুর্গদের এই আকিদাগত নিরপেক্ষতা ঈসা নবীর উর্ধ্বাকাশে জীবিত থাকার শেরেকী আকিদাটিকে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জনের যেন আরো সুযোগ করে দিল। কেউ কেউ মনে করেন, আকিদাই কি বেহেশ্‌তের চাবি কাঠি? কাজ নিয়েই আসল বিষয়। এভাবে আকিদার গুরুত্বকে তারা এড়িয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র মারেফতের মধ্যে ডুবে থাকতে আনন্দ পান।

আসলে আকিদার কি কোন গুরুত্বই নেই? মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিতে হলে আকিদার গুরুত্ব সর্বাধিক। কোন কোন সময় শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি মুসলমানদের ঈমানী আকিদার জন্য যথেষ্ট হয়। তবে এ ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই বিচার করে দেখতে হবে সে কি বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখছে। কারণ সত্যকে বিশ্বাস করাতেই পুণ্য। আর যদি তার আকিদার বিষয়টির সত্য না হয়, তবে তার আত্ম-সমীক্ষাকালে মানবিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঈমানী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি, ধর্মশাস্ত্রবিদ, জননেতা, শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক, প্রশাসক খাস সাধারণ জনগণ ৭২টি ফেরকার মধ্য থেকে যে কোন একটিকে মেনে নিয়ে নামায, রোযা ইত্যাদি সমাধা করলেই বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে এইরূপ ধারণা পোষণ করেন। আর ঐ ৭২ ফেরকা একে অপরকে কাফের বলা সত্ত্বেও এবং নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত না হয়েই এক সুরে বলে ওঠেন, 'আহমদী জামাত অমুসলিম'। তারা তৌহীদের ভেজালকারীদের উচ্চ গলার জয় জয় কার দূর থেকে নিরীক্ষণ করছেন, আর ভাবছেন, এসবই ইসলামের অগ্রগতির লক্ষণ।

যে যুগে, দুনিয়ার পীরবাদী সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র কুরআনের জীবন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হা-হুতাশ করে মরছে, আর ধর্মপরায়ণ বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে পথ-নির্দেশনা লাভের প্রত্যাশা করছে, সেই বুদ্ধিজীবী যদি পবিত্র কুরআনের সত্য দলিলটির প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রকাশের দায়িত্ব অস্বীকার করেন বা এড়িয়ে যান এবং ইসলামের তথাকথিত অগ্রগতিতে আত্ম-তুষ্টি লাভ করেন, তবে কি তিনি মুসলিম উম্মাহ্‌র সাধারণ জনগণের নিকট অপরাধী নন? ঈসা (আঃ)-কে চিরঞ্জীব স্বীকার করে খৃষ্টানদের অংশীবাদিতার আকিদাকে সহযোগিতা দিয়ে তিনি তো বরং নতুন এক জাহেলিয়্যতের যুপ-কাষ্ঠে আত্মবলি দিলেন এবং তৌহীদ ভিত্তিক স্বীয় ঈমানের ভবনটিকে ভস্মীভূত করে ফেললেন। আল্লাহ্ বলেন, "মানুষ কি মনে করে যে, ঈমানদার বললেই তাকে ছেড়ে দেয়া হবে? আর তার কোন পরীক্ষা হবে না" (২৯ঃ১)? "তাহারা বহন করবে তাহাদের নিজেদের বোঝা যে সব মূর্খ লোক তাহাদের দ্বারা বিপথগামী হয়েছে তাহাদের বোঝাও" (১৬ঃ২৫)।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী থেকে খৃষ্টান জাতি সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অর্জন করার ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ঈসা নবীর ওপর আরোপিত পুত্রত্ববাদী আকিদা মুসলমানদের তৌহীদি আকিদার মধ্যে এমন সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে, এখন মুসলমানদের ওলামা সমাজই পর-ধর্মীয় বাতিল খৃষ্টানী আকিদা প্রচারে বিশেষভাবে সোচ্চার হয়ে পড়েছেন। ইংরেজ আমলের ভারত উপমহাদেশেই কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ৭০ বছর যাবৎ খৃষ্টান প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগের বিধান জারী ছিল। বোধগম্য কারণেই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় গ্রন্থে একথাই লেখা হয়ে থাকে যে, ঈসা নবীকে আল্লাহ্ আকাশে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। তিনি আবার সশরীরে দ্বিতীয়বার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে তরবারির সাহায্যে কাফের নিধন করবেন। হয়ত এতদ্দেশীয় বৃটিশ নাগরিক ও পাদরীগণ আমাদের বুদ্ধির বহর দেখে মুচকি হাসেন। আর মুখে ওলামাদের বাহ্‌বা দেন।

জাতির ধর্মপরায়ণ বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ জনগণের আকিদার মধ্যে হক্ ও বাতিল নির্ণয়ের সহায়ক না হলে, তাদেরকে ভ্রান্ত আকিদা থেকে ফিরায়ে আনার কোন সহজ পন্থা নেই। চালাক-চতুর পরিবেশকরা যেমন কৈ মাছের তেল দিয়েই কৈ মাছ ভাজে, তেমনি খৃষ্টান পণ্ডিত-পাদ্রীরা আমাদের ওলামা সমাজকে ভুল শিক্ষা দিয়ে হাত করে, আমাদের ঘরের মানুষের দ্বারাই আমাদের বিশ্বাসকে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ করেছে। নতুবা ঈসা (আঃ)-এর জীবিত আকাশে বাস ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মদীনায় কবরে বাস নির্দ্ধারিত হত না।

তরবীয়তে আওলাদ

(সন্তানের চরিত্র গঠন)

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। জীবের ধর্ম বাঁচতে চাওয়া। তাই বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে সে বাঁচতে চায়। মানুষের বেলায় এর ব্যতিক্রম নেই। মানুষের অন্যান্য কামনা বাসনার মধ্যে সন্তান লাভ অন্যতম। মানুষের জন্যে তাঁর স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ জীবন-বিধান আল্ কুরআনের সূরা কাহাফের ৪৭ নং আয়াতে এর স্বীকৃতি স্বরূপ বলা হয়েছে, 'আল্ মালু ওয়াল বানূন যীনাতুল হায়য়াতেদ্দুনিয়া'—অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার সৌন্দর্য। আবার এ সন্তান-সন্ততি যদি আদর্শ চরিত্রের না হয় তাহলে তা হয় মা-বাবার জন্যে পরীক্ষার কারণ—দুঃখের বোঝা। আর এ জন্যেই আল্লাহ্তা'লা কুরআন করীমে মুমেনগণকে হুশিয়ার করে বলেছেনঃ ওয়া'লামূ আন্নামা আমওয়ালাকুম ওয়া আওলাদাকুম ফিতনাহ্। অর্থাৎ—এবং জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার কারণ। (সূরা আনফালঃ ২৯ আয়াত)। আল্লাহ্তা'লা বলেন, হে আমার বান্দা! সন্তান-সন্ততির আশা আকাঙ্খা তোমরা অবশ্যই করে থাক, কিন্তু তাদেরকে যদি মানুষের মত মানুষ, আমার প্রিয় বান্দা হিসাবে যদি গড়ে তুলতে না পার তাহলে এ সন্তান-সন্ততি—তোমাদের চোখের পুত্লি তোমাদের চোখের কাটায় রূপান্তরিত হবে, তোমাদের বহু দুঃখ-কষ্টের কারণ হবে, তোমাদের জন্যে জাহান্নামের হবে ইন্ধন। তাই আল্লাহ্তা'লা মুমেনদেরকে আবার হুশিয়ার করে বলেছেন—ইয়া আয়ুহাল্লাযীনা আমানূ কূ আনফুসাকুম ওয়া আহ্লেকুম নারান—অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে বাঁচাও (সূরা তাহ্রীমঃ ৭ আয়াত)। আল্লাহ্তা'লা আরও বলেছেন—ওয়া আনযির আশীরাতাকাল আকরাবীন—অর্থাৎ এবং তুমি (সর্বপ্রথম) নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদিগকে সতর্ক কর (সূরা শুআরাঃ ২১৫ আয়াত) উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের নিকট কয়েকটি কথা সুস্পষ্ট হয় যেঃ

প্রত্যেক মুমেনের কর্তব্য সে যেন কেবল নিজেই পুণ্যবান না হয় বরং নিজ পরিবারের সকলকে পুণ্যবান করে গড়ে তোলে, পাপ ও খারাপ আচার আচরণের আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে তাদেরকে সঠিকভাবে শিক্ষা দেয় এবং তাদেরকে সচ্চরিত্রবান করে গড়ে তোলার প্রতি মনোনিবেশ সহকারে চেষ্টা করে। যদি মুমেন সমাজ যথাসময়ে তাদের সন্তান-সন্ততিকে রহমান খোদার নেক বান্দা হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে চেষ্টা না করে তাহলে তারা শয়তানের বান্দা হবে বিধায় তাদেরকে অবশ্যই সন্তান-সন্ততির

কারণে এ দুনিয়াতেও এবং পরবর্তী জীবনেও অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। সন্তান-সন্ততিকে সঠিক পথে না চালানোর কারণে আমাদের অনেকেই যে তীব্র আগুনের দহনে দগ্ধীভূত হচ্ছি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) অনেক নসিহত করেছেন। সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্‌তা'লার প্রিয় বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রথমে আমাদের নিজস্ব দায়-দায়িত্ব কতটুকু তা উপলব্ধি করতে হবে এবং সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিতে হবে। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিকে সঠিক তালীম-তরবীয়ত দেয়ার জন্যে নিম্নবর্ণিত পন্থাসমূহ চিহ্নিত করতে পারি এবং তা অবলম্বন করে সফলকাম হতে পারিঃ-

(১) পুণ্যবান সন্তান পেতে হলে আমাদের পুণ্যবতী মাতার একান্ত প্রয়োজন একথা অনস্বীকার্য। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মত বিশিষ্ট ব্যক্তি বলেছেন যে, একটি আদর্শ জাতি পেতে হলে একটি আদর্শ মায়ের প্রয়োজন। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন—তুনকাহুল মারয়াতু লে আরবাইন্‌ লেমা লেহা ওয়ালে হাসাবিহা ওয়ালে জামালেহা ওয়ালে দীনেহা ফায্‌ফার বেযাতেদ্দীন তারিবাত ইয়াদাকা—অর্থাৎ স্ত্রী নির্বাচনে মানুষ চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে, কেউ তার সৌন্দর্য আর কেউ তার ধন-সম্পদ, কেউ তার বংশ বা আভিজাত্য, কেউ তার ধর্মপরায়ণতার প্রতি দৃষ্টি রাখে। সুতরাং (হে মুসলমানগণ!) তোমরা ধর্মপরায়ণতাকে প্রাধান্য দাও নচেৎ তোমাদের হাত ধূলিমাখা থাকবে, (হযরত আবু হুরায়রার বর্ণনায় বুখারী)। নবী করীম (সাঃ)-এর উপরোক্ত দিক-দিশারী পবিত্র বাণীর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। যারা এ হাদীসের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবল দুনিয়ার কাম্য বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন তাঁদের হাত সর্বদা ধূলি মাখা থেকেছে অর্থাৎ তারা সর্বদা ক্ষতির মধ্যে কাল ক্ষেপন করেছেন। তাদের সংসার সুখের হয়নি। অপরপক্ষে আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দাগণের মায়েদের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিলে আমরা তাঁদের সবাকে ধর্মপরায়ণা মহিলা হিসেবে পেয়ে থাকি। এতে বোধ করি কোন একটিও ব্যতিক্রম নেই। পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি লাভের জন্যে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপরোক্ত হাদীস সোনালী অক্ষরে লেখে রাখার যোগ্য। সন্তানের ওপর মায়ের প্রভাব যে কত ব্যাপাক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কামরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)-এর কথায় বলতে গেলে বলতে হয়—পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি করতে পুণ্যবতী মা থেকে বড় আর কোন যন্ত্র এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয় নি। সুতরাং পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি পাওয়ার জন্যে সর্বদা পুণ্যবতী মায়ের অন্বেষণে থাকা প্রয়োজন। মোট কথা ইসলাম পুণ্যবতী মহিলাকে বিয়ে করার তাগিদ দিয়ে ঐ সময় থেকে পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি লাভের পরিকল্পনা করতে বলেছে যখন সন্তানের কোন নাম নিশানাও থাকে না।

পণ্ডিতগণ বলেছেন, যে হাত দোলনা দোলায় ঐ হাত দেশ শাসন করে। একথার দ্বারা মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়। একজন সুমাতা তার সঠিক পরিচালনা দ্বারা তার সন্তানকে আদর্শ করে গড়ে তুলতে পারেন। সন্তানের জীবনে এনে দিতে পারেন অনাবিল সুখ আর আনন্দ। আর মাতার এহেন দায়-দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে আঁ-হযরত (সাঃ)ও বলেছেন—আল জান্নাতো তাহ্‌তা আকদামো উম্মেহাতেকুম অর্থাৎ তোমাদের মায়ের পায়ের নীচে বেহেশ্‌ত। কেউ কেউ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলতে চান যে, এ হাদীসে মায়ের সেবার কথা বলা হয়েছে। যদি মায়ের সেবা করলেই বেহেশ্‌ত লাভ হয় তাহলে অপরাধী যত অপরাধই করুক না কেন মায়ের সেবা করলেই জান্নাত লাভ করবে। আসল কথা এই যে, 'মায়ের পায়ের নীচে' অর্থাৎ মায়ের কঠোর অনুশাসন, শিক্ষা ও স্নেহ-মমতায় সন্তান পুণ্যবান হতে পারে আর এর ফলশ্রুতিতে তার জন্যে এ দুনিয়াতেও জান্নাত এবং পরকালেও। একজন মাকে অবশ্যই জান্নাতী হতে হবে তা না হলে তার সন্তান যে জান্নাতী হবে তা আশা করাই বৃথা। একজন ধর্মপরায়ণা মায়ের প্রয়োজন তাই অনস্বীকার্য।

এক দেহ এক মন ও একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী না হলে স্বামী-স্ত্রীর জীবন মধুময় হতে পারে না। আর এথেকে যে সন্তান-রূপ ফল লাভ হয় তা উৎকৃষ্ট হতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর জীবন মধুর না হওয়ার কারণে বহু সন্তান-সন্ততি যে নষ্ট হয়েছে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের চারিদিকে আমরা দেখতে পাই। ইসলাম বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে কতগুলো দিক নির্দেশনা দিয়েছে সেগুলো আমাদের মেনে চলা উচিত। যেমন: (১) একজন মুসলমান পুরুষ আহলে কেতাবের একজন মহিলাকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু অবশ্যই তাকে সতী-সাধ্বী হতে হবে। (সূরা মায়েদা: ৬) কিন্তু একজন মুমেন বাঁদী একজন মুশরেক মহিলা থেকে উত্তম (সূরা বাকারা: ২২২) এ কথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তেমনি একজন মুমেন দাস মুশরেক স্বাধীন পুরুষ অপেক্ষা উত্তম (ঐ: ২২২)। একজন মুসলমান মহিলাকে অমুসলমান পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়া পবিত্র কুরআন অনুযায়ী নিষিদ্ধ (সূরা মুমতাহ্‌না)।

উপরোক্ত কুরআনী শিক্ষার আলোকে এবং যেহেতু আহমদী মুসলমানদেরকে অ-আহমদী ওলামাগণ কুফরীর ফতওয়া দিয়েছেন ও অ-আহমদী মুসলমানগণ তাদের কথা মানেন তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আহমদী পুরুষগণকে অ-আহমদী মেয়ের সাথে এবং আহমদী মেয়েকে অ-আহমদী পুরুষের সাথে বিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন (ফাতাওয়ায়ে মসীহ মাওউদ (আঃ) ১৪৫ পৃষ্ঠা)। কোন আহমদী ছেলে ক্ষেত্র বিশেষে অ-আহমদী মেয়েকে খলীফায়ে ওয়াক্তের অনুমতি নিয়ে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু একজন আহমদী মেয়েকে কোনক্রমেই অ-আহমদী ছেলের সাথে বিয়ে দেয়া যাবে না (খুতবা: হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী তারিখ ২৭-১২-১৯২০ দ্রষ্টব্য) উপরোক্ত ব্যবস্থা কোন ঘৃণা প্রকাশার্থে বা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন-করার জন্যে নয়। শুধুমাত্র সঠিক ইসলামী তালীম ও তরবীয়ত এবং এক চিন্তা-চেতনাকে অম্লান

ও অক্ষুন্ন রাখার জন্যে এবং ভবিষ্যদ্বংশধর যেন পুণ্যবান হয় ও সঠিক ইসলামী ছাঁচে গড়ে উঠে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করে বলা দরকার। ইসলামী শরীয়ত মোতবেক মেয়ের ওলী বা অভিভাবক হলেন পিতা, পিতা অবশ্যই মেয়ের মতামত নিয়ে বিয়ের কথা সাব্যস্ত করবেন। ছেলের অভিভাবক সে নিজেই কিন্তু পিতা যদি ছেলের স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেন তবে তালাক দিতে হবে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ছেলেকে পিতার মতামতের মূল্য দিতে হবে। এভাবে ইসলাম এ বিষয়ে সমতা রক্ষা করেছে।

স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলনই একমাত্র বিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি লাভ করাই প্রকৃতপক্ষে বিয়ের উদ্দেশ্য আর এ জন্যে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভ থেকে পুণ্যবান সন্তান লাভের কামনা করে দোয়া করা উচিত যেমন আল্লাহ্‌তা'লা আল কুরআন হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর ভাষায় দোয়া শিখিয়েছেন—রাব্বি হাবলী মিনাস্‌ সোয়ালেহীন অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমাকে পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি দান করো (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১০১ আয়াত)।

বাহ্যিক অবস্থা বা পরিবেশ মনের ওপর কাজ করে থাকে একথা সর্ববাদীকৃত। আর পিতা-মাতার সৎ চিন্তা, উত্তম ধ্যান-ধারণা সন্তানের ওপর ক্রিয়াশীল একথা বর্তমান কালে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেছেন। তাই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময়ে মন-মানসিকতাও পরিবেশ নির্মল ও পাক-পবিত্র হওয়া দরকার। তাদেরকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা দরকার। তাহলে আশা করা যায় যে, পুণ্যবান সন্তান লাভ হবে।

বিস্‌মিল্লাহে আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্‌শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ্‌শাইত্বানা মা রাযাকতানা —অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে শয়তান (অর্থাৎ কু-প্রভাব) থেকে দূরে রাখ আর তুমি আমাদেরকে যে রিযিক অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি দিতে যাচ্ছ তাদের থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ (বুখারী)।

হুযুর (সাঃ) বলেন যে, স্বামী-স্ত্রী যখন মিলনের সময় এরূপ পবিত্র নিয়্যত নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট পুণ্যবান সচ্চরিত্রবান সন্তান-সন্ততি কামনা করলে তখন আল্লাহ্‌তা'লা ভাবী সন্তানকে শয়তানের অপবিত্র প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

(৩) একটি বীজের মধ্যে যেমন এক বিরাট মহীরূহের সব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সুপ্ত থাকে তেমনই মানব সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে তার মধ্যে সমস্ত সুপ্ত গুণাবলী নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করে। সময়ে তার সব প্রকার গুণাবলী পরিবেশ পরিস্থিতি ও চাহিদা অনুযায়ী বিকশিত হয়। মনোবিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেছেন—একটি সদ্য ভূমিষ্ঠ মানব শিশু সব দেখে, সব শুনে এবং সব রকম প্রভাব গ্রহণ করে; কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং জীবনের উষালগ্ন থেকে তৌহীদের (একত্ববাদের) মূল বীজ তার হৃদয় ভূমে বপন করে দেয়ার জন্যে আর তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যে আল্লাহ্‌র ইবাদত তাতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আঁ হযরত (সাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন যে, শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আযান দাও এবং বাম কানে একামত দাও। এভাবে জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে আমাদের প্রিয় নবী সন্তান-সন্ততিকে পুণ্যবান করে গড়ে তোলার জন্যে পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন।

(চলবে)

প্রফেসর আবদুস সালাম সম্পর্কে আরো কিছু কথা

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

"বগুড়া জেলার সর্বত্র একটি কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। সেটা হলো: "দোপাতা থেকে তেপাতা (দুই পাতা থেকে তিন পাতা) হলেই না-কি কেউ কেউ বাপের নাম ভুলে যায়।" এ কথাটাকেই অনেকে ঘুরিয়ে বলেন, "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী, কথায় কথায় ডিক-শনারী।" রাজনীতি ও দর্শনের ক্ষেত্রে কথাটা এসেছে এভাবে, "মগজের মধ্যে দুই পাতার বিদ্যা ঢুকলেই না কি আল্লাহ্‌র নাম ভুলে যায়।" এই কথাটি সার্বজনীনভাবে সত্য হোক আর নাই হোক, বাংলাদেশে হাল আমলে গজিয়ে উঠা কিছু কিছু স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী ও কবি সাহিত্যিকের বিদ্যার দৌড় দেখে মনে হচ্ছে যে, বগুড়ার ঐ সব আপ্তবাক্য এই সব তথাকথিত আতেলদের ক্ষেত্রে ষোল আনা প্রযোজ্য। গত কিছুদিন ধরে হাতেগোনা কয়েকজন ব্যক্তি কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং দুয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় পবিত্র ইসলাম এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ খোদার বিরুদ্ধে যাচ্ছে তাই লিখে যাচ্ছে। বিদ্যার বহর জাহির করার জন্য তারা পবিত্র কালামে পাকের বিরুদ্ধে আবোল তাবোল প্রলাপ বকে যাচ্ছে। এদের এসব কর্মকাণ্ড সুস্পষ্টভাবে ব্লাসফেমী বা ধর্মদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে। এই গুরুতর অপরাধে তাদের বিচার এবং কঠোর সাজা হওয়া উচিত। অথচ, আইন ও প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা এসব ব্যাপারে নির্বিকার।

অবশ্য এদের ধর্মদ্রোহিতা এবং প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা বক্ষমান নিবন্ধের প্রধান উপ-জীব্য নয়। এদের নর্তন-কুর্দনের পাশাপাশি জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর আবদুস সালামের দৈনন্দিন জীবন এবং আচার-আচরণ যখন দেখি, তখন বগুড়ার আরেকটি প্রবাদ বাক্যের কথা মনে পড়ে যায়। ঐ প্রবাদ বাক্যে বলা হয়, "গণ্ডুস পানির মধ্যে পুঁটি মাছ ফরফর করে।" এইসব অল্প বিদ্যার জাহাজ যখন পবিত্র ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্যা গজগজ ধনুর্বর সাজার কোশেশ করে তখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম আল্লাহ্‌তাআলার রাহে নিজকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেন। দক্ষিণ এশিয়ার একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক এ, বি, রাজপুত অধ্যাপক আবদুস সালাম সম্পর্কে যে সমস্ত ছিটাফোঁটা তথ্য দিয়েছেন, সেগুলো পড়ে এই ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানীর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে। এ, বি, রাজপুত বলেছেন, প্রফেসর সালাম অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করেন এবং রাত ন'টার মধ্যে শয্যা গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ সকালের দিকেই তিনি কাজে ব্যস্ত থাকেন। কাজের বাইরে তাঁর বিশেষ কোন হবি নেই, তবে যেটুকু অবসর পান—তা কোরআন পাঠেই ব্যয় করেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে প্রায়ই তিনি কোরআন থেকে

উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। ১৯৫৭ সালের মে মাসে ইম্পেরিয়াল কলেজে প্রাথমিক অণু সম্পর্কিত তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতার শেষাংশে পবিত্র কোরআন থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ধৃতি দেন।" জগৎবরেণ্য এমন একজন বিজ্ঞানী খামোখাই কি কোরআন শরীফ পাঠে তাঁর বিপুল সময় ব্যয় করেন? এটা কি নেহায়েতই একটি 'মোল্লাতান্ত্রিক কুসংস্কার?' আর একজন প্রতিথযশা পদার্থ বিজ্ঞানী, যিনি অণু-পরমাণু নাড়াচাড়া করে জীবন কাটাচ্ছেন তাঁর ভেতর কি মোল্লাতান্ত্রিক কুসংস্কার থাকা সম্ভব? নিষ্ঠাবান এই বৈজ্ঞানিকের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন এক বিদেশী সাংবাদিক। ঐ সাংবাদিক গিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন যে, প্রফেসর সালাম তাঁর ঘরে বিছানো কার্পেটর ওপর এখানে ওখানে রেহেলের ওপর রাখা কোরআন, হাদিস ও তাফসীরের গ্রন্থাবলী পড়ছেন এক রকম হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে ঐ বিদেশী সাংবাদিক মন্তব্য করছেন, "দেখা করতে গেলাম একজন বিজ্ঞানীর সাথে, কিন্তু দেখে এলাম এক মোল্লাকে।"

কে এই প্রফেসর আবদুস সালাম? কি তাঁর সাফল্য? সে সাফল্যের পেছনে শক্তি কি? এই তিনটি হল অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ইনিই সেই বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী আবদুস সালাম যিনি বিজ্ঞান জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আলবার্ট আইনস্টাইনের অপারগতা আরাধ্য কাজকে পারঙ্গমতা ও সমাধানের রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন। আইনস্টাইন তার অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারছিলেন যে, পদার্থের শক্তিসমূহের মধ্যে একটি অভিন্ন শক্তি সমগ্র বিশ্বকে একত্রে সংঘবদ্ধ ও চালিত করছে। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর অক্লান্ত গবেষণা করেও আইনস্টাইন এতে অসফল রয়ে যান। তবে শেষ পর্যায়ে তিনি মন্তব্য করেন যে, নিশ্চয়ই এসবের পেছনে এক রহস্যময় সত্তার ইচ্ছে রয়েছে। এই সত্তা মহাজ্ঞানী এবং অলৌকিক। তাঁর সৃষ্টিকে অনুভব করা যায়। কিন্তু সেই স্রষ্টা কল্পনারও উর্ধ্বে, অসীম। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে এক করার জন্য আইনস্টাইন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন—সেটা পাকিস্তানী বিজ্ঞানী সালাম এবং মার্কিন বিজ্ঞানী গ্লাসো এবং ভাইনবার্গ উদ্ভাবিত ফর্মূলায় বা বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে বলে অন্যান্য বিজ্ঞানীর বিশ্বাস। শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে যে, এহেন যুগস্রষ্টা পদার্থ বিজ্ঞানী সালাম তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা শুরু করেন পবিত্র কলেমায়ে শাহাদাত দিয়ে। তিনি বক্তৃতা শুরু করেন এই কলেমাটি পাঠ করে—"আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। অনুবাদ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহই এবাদতের যোগ্য নহে। তিনি এক এবং তাঁহার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহতায়ালার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।" তাঁর সমগ্র বক্তৃতা পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি, মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণ ও পুনর্জাগরণের অভিপ্রায়ে সমৃদ্ধ ও স্বপ্নিল। ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকা প্রফেসর সালামের জীবনী রচয়িতা

জগজিৎ সিংহের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছে। এই উদ্ধৃতি হতে দেখা যায় যে, অধ্যাপক সালাম কেমন পাকা নামাজী। জগজিৎ সিং বলেছেন, "Salam also resolved to say his prayers five times a day as prescribed by the Prophet Mohammad even if he had to interrupt a meeting, conference, discussion or seminar" অনুবাদ "মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) নির্দেশিত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ে অধ্যাপক সালাম ছিলেন বদ্ধপরিকর। এজন্য তাঁকে যদি সভা, সম্মেলন, আলোচনা বা সেমিনারে সাময়িক বিরতি ঘটাতে হত তাও তিনি করতেন।" অর্থাৎ প্রফেসর সালাম পারত পক্ষে নামাজ কাযা করতেন না।

অধ্যাপক সালামদের মত যারা ক্ষণজন্মা বৈজ্ঞানিক তাঁদের সাধনা, গবেষণা এবং জ্ঞান এসব আতেলদের মত ঠুনকো নয়। তাঁদের জ্ঞান, গবেষণা এবং চিন্তার পরিধি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পরিব্যপ্ত। অথচ, তারপরও তাঁরা মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে এসব আতেলদের মৃত বালকসুলভ চপলতায় তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন না। বরং গভীর অনুসন্ধান এবং যুগযুগব্যাপী একাগ্র সাধনার পর তাঁরা বিক্ষিপ্তভাবে যেসব সত্য বের করে আনছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র সত্তাই আছেন—যিনি মহাজ্ঞানী, যিনি সাধক, যিনি সমস্ত গোপন রহস্য জানেন। যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সৃজন কর্তা, যিনি লালন ও পালন কর্তা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালার এই গুণাবলীকেই মাবুদ, রব, হাফিজ, আলীম, আজীজুল হাকিম ইত্যাদি অসংখ্য নাম ও বিশেষণে বিভূষিত করা হয়েছে।

অধ্যাপক সালামের এমনই একটি যুগান্তকারী থিওরী সম্প্রতি প্রচারিত হয়েছে। এ দেশের সাধারণ মানুষ যাতে এই থিওরী সহজেই বুঝতে পারে সেজন্য আমরা এই থিওরীর নাম দিতে পারি 'জীবন থেকে জীবনান্তরে' অথবা 'গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে'। অনেক পড়া শোনা করে, অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গভীর বিশ্লেষণ করে তিনি একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

সেই সিদ্ধান্ত হল এই যে, প্রাণের মূল আদি ও প্রথম উৎপত্তি পৃথিবীতে হয়নি—হয়েছে অন্য কোন গ্রহে। ধীরে ধীরে কালের অথবা মহাকালের পরিক্রমায় সেই জীবন এসেছে পৃথিবী নামক গ্রহটিতে।

তাঁর এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী থিওরীর সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীতে প্রাণ গঠনে এমাইনো এসিড প্রধান উপকরণ। জীবনী শক্তি হিসেবে যে এমাইনো এসিডের খোঁজ পাওয়া যায়, তা বামে অবস্থান করে। এমাইনো এসিড বিশেষ

কিছু আবহাওয়া ও তাপমাত্রায় বামে অবস্থান করে। যে ধরণের পরিবেশ, আবহাওয়া ও তাপমাত্রায় এমাইনো এসিড বামে অবস্থান গ্রহণ করে সে সব পরিবেশ ও উপকরণ পৃথিবীতে বিরাজমান নয়। অতীতেও এই পরিবেশ পৃথিবীতে পাওয়া যায় নি। অথচ, প্রাণ বা জীবনী শক্তির যেখানে উৎস, এমাইনো এসিড সেই উৎসের দিকেই মুখ করে থাকে। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, সেই তাপমাত্রা সেই পরিবেশ, সেই আবহাওয়া অন্য কোথাও রয়েছে। এই পৃথিবীতে যেহেতু সেই পরিবেশ নেই, তাই নিশ্চয়ই অন্য গ্রহে ঐ পরিবেশ রয়েছে। এখান থেকেই তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, প্রথমে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল অন্য কোন গ্রহে। তারপর মহাকালের পরিক্রমণে সেটা এই পৃথিবীতে এসেছে।

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য এবং অসংখ্য নিদর্শন সম্পর্কে পবিত্র সুরা আর-রহমান, সূরা ইয়াসিন, সূরা বাকারাহ্সহ কোরআন শরীফের অসংখ্য সূরা ও আয়াতে যা বিধৃত রয়েছে, সে সব মুক্ত মনে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করলে প্রফেসর সালাম সহ অনেক বিজ্ঞানীর থিওরী ঐসব নিদর্শনকেই প্রতিষ্ঠিত করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম মূর্খ এবং অশিক্ষিতদের নয়, বরং অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত না হলে ইসলাম এবং পবিত্র কোরআনের আয়াত, গূঢ় অর্থ এবং সমকালীন বিশ্বে তার প্রয়োগ যোগ্যতা বোঝা এবং অনুভব করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে উঠতে বসতে ধর্মকে আক্রমণ এবং সমালোচনা করা যাদের ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওরা আসলে সব দাঁড় কাক, ওরা পুচ্ছ ধারণ করে ময়ুর সাজতে চেয়েছে। ফলে না হয়েছে দাঁড় কাক, না হয়েছে ময়ুর। হয়েছে এক কিম্ভূতকিমাকার জীব। গাধা এবং ঘোড়ার মিলন হলে যে বাচ্চা পয়দা হয়, ওটা গাধাও হয় না ঘোড়াও হয় না। হয় খচ্চর। আমার এক কবি বন্ধু বাল্য শিক্ষার মত সুর করে বলেন, 'বুদ্ধি বা ইনটেলেক্ট চোয়ালে যাহার, তাহার নাম ইনটেলেকচুয়াল।" ষাটের দশকে এক কবি লিখেছিলেন, "আকাশেতে মারলাম ছোরা/ লাগলো কলা গাছে/হাঁটু দিয়ে রক্ত পড়ে/চোখ গেলরে বাবা।

ইসলামের সমালোচনা করার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে এইসব ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা কবি সাহিত্যিক ও লেখিকাকে তাদের জ্ঞানের সরোবরকে গভীর করতে হবে। ইসলামের সমালোচনা করলেই প্রগতিবাদী হওয়া যায় না; বরং চোয়ালে নেমে আসা ইনটেলেক্টসম্পন্ন জীবের মত তারা হয়ে উঠে হাঁটু দিয়ে রক্ত পরে চোখ গেল রে বাবার মতন ইনটেলেকচুয়াল"।

(দৈনিক ইনকিলাব : ২১/৬/৯৩ তারিখের সংখ্যায় 'রূপকারের রাজনৈতিক রঙ্গালয়'-এর সৌজন্যে)

এতক্ষণে অরিন্দম কহিলা বিষাদে !

বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম কি মুসলমান

"নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী জনাব আবদুস সালাম সম্প্রতি ঢাকায় এসেছিলেন একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য। তাকে নিয়ে অনেকে অনেক কিছুই লিখেছেন। দৈনিক সংগ্রামও আবদুস সালাম সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসাসহ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছে। এই সম্পাদকীয়তে বিজ্ঞানী আবদুস সালামকে মুসলিম বিজ্ঞানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাকে মুসলিম বিশ্বের গৌরব হিসাবে দেখানো হয়েছে। তিনি হয়তো তা পেতে পারেন কারণ তিনি নোবেল বিজয়ী। কিন্তু আমরা জানি আবদুস সালাম কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোক। তিনি তা প্রমাণও করেছেন ঢাকায় কাদিয়ানীদের আখড়ায় গিয়ে এবং সেখানে বক্তব্য রেখে। কাদিয়ানীরা আবদুস সালামকে নিয়ে গর্ববোধ করে। কুরআন হাদীসের আলোকে কাদিয়ানীরা যে মুসলিম জামাতভুক্ত নয় ইসলামী চিন্তাবিদগণ একবাক্যে ঘোষণা দিয়েছেন। অনেক মুসলিম দেশে কাদিয়ানীরা সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষিত। এমতাবস্থায় সংগ্রাম কি করে আবদুস সালামকে মুসলিম বিজ্ঞানী বলে উল্লেখ করলো তা ভেবে পাচ্ছি না, আমরা সংগ্রামের কাছে ব্যাখ্যা দাবী করছি"।

মেহরাব হোসাইন খান, মনিপুর, মীরপুর, ঢাকা

আমাদের বক্তব্য

"দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয় ছাপা হয় ২৩শে মে তারিখে। এ সম্পাদকীয়টির বক্তব্যের ভিত্তি ছিল সে পর্যন্ত তার সম্পর্কে জানা। ইতিপূর্বেও তিনি একবার ঢাকা এসেছিলেন। তখনও আমরা এ ধরনের মন্তব্য করেছিলাম। সে সময় ডঃ সালাম বকশীবাজারের কাদিয়ানী কেন্দ্রে গিয়েছিলেন বলে জানি না। গেলেও তা প্রচারিত হয়নি। তাছাড়া ডঃ সালামের যেসব লেখা আমাদের নজরে এসেছে তাতে কোথাও তিনি নিজেকে কাদিয়ানী বলেননি। এবং তাঁকে কাদিয়ানী বলে বোঝাও যায় নি। এই পটভূমিতেই তাঁর সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করা হয়েছে। আমাদের সম্পাদকীয় প্রকাশিত হবার পর ডঃ সালামের কাদিয়ানী কেন্দ্রে যাবার খবর প্রকাশিত হয় এবং কাদিয়ানীরা ডঃ সালামকে কাদিয়ানী হিসাবে তুলে ধরছেন। এ বিষয়টি আগে আমাদের সামনে এলে ডঃ সালামকে অবশ্যই 'মুসলিম' বলা হতো না। এখন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। কাদিয়ানীরাই প্রমাণ করলেন ডঃ সালাম কাদিয়ানী এবং যাকে কাদিয়ানীরা কাদিয়ানী বলে প্রমাণ করেন তিনি অবশ্যই অমুসলিম।"

—সম্পাদক

(দৈনিক সংগ্রামের ২১-৬-৯৩ তারিখের 'দেশের কথা দশের কথা' কলামের সৌজন্যে)

একটি প্রশংসনীয় প্রশ্ন

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা প্রসঙ্গে

"আমরা প্রায়ই পত্রিকায় দেখি, একটি দল কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করলে আমাদের কি লাভ, ক্ষতি হবে, এ বিষয়টি জানাতে হবে? কারণ নবীজী (দঃ) এর বিরুদ্ধে কাজ করলেই সে কাফের, অমুসলিম হয়ে যায়। এটা আইন করে আর ঘোষণা দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি? কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা দেওয়ার অজুহাত খাড়া করে তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালানো-পোড়ানো হয় এটা কি ইসলাম সমর্থন করে? এটি আলেম সমাজের নিকট থেকে জানতে চাই। এ ছাড়া যদি তাঁরা (কাদিয়ানীরা) ইসলাম বিরোধী কোন কাজ করে থাকে তাহলে তাঁদের বিচার আল্লাহ পাকই করবেন। আল্লাহর বিচার বাদ দিয়ে দেশের সরকারের বিচার বাদ দিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে জানমালের লোকসান করা এটি ইসলাম সমর্থন করে কি? তাছাড়া কথায় কথায় ভণ্ড, মুরতাদ, কাফের, ফাঁসী জনসাধারণের নিকট আবেদন-তাঁরা যেন এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানে বাধিত করেন। "ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।"

শাহ্ ফকির মোহাম্মদ রতন মিয়া চিশতী (নিজামী)
বারাহিগুনী দরবার শরীফ
পোঃ জায়লস্কর জেলা ঃ ফেনী

(দৈনিক লাল সবুজ-এর ২১-৬-৯৩ তারিখের 'চিঠি পত্র' কলামের সৌজন্যে)

পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা প্রসঙ্গে

পাক্ষিক আহমদীর ১৯৯২-৯৩ সনের চাঁদা এখনও অনেক গ্রাহকের নিকট থেকে পাওয়া যায় নি অথচ বছর ৩০শে জুন শেষ হতে যাচ্ছে। তাই সম্মানীত গ্রাহকগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তারা যেন তাদের চাঁদাগুলো সত্বর আদায় করে দেন নচেৎ ১৫ই জুলাই থেকে তাদেরকে পাক্ষিক আহমদী পাঠানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না বলে দুঃখিত।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১লা জুলাই '৯৩ থেকে ১৯৯৩-৯৪ সনের পত্রিকার চাঁদাও দেয় হবে। তাও সত্বর আদায় করার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ব্যবস্থাপনা
পাক্ষিক আহমদী

সংবাদ

ওয়াকফে নও সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

তাহরীকে ওয়াকফে নও-এর চার বছরের সময় সীমা ৩-৪-৯১ তারিখে শেষ হয়েছিল। শামেল হতে না পারার কারণে অনেকেই হুযূর (আইঃ)-এর নিকট দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তাই হুযূর (আইঃ) তাহরীকে ওয়াকফে নও বিভাগের ইনচার্জ জনাব শামিম আহমদ সাহেবকে বলেছেন, যেসব ব্যক্তিদের দরখাস্ত আসছে তাদের (বাচ্চাদের)ও যেন তাহরীকে ওয়াকফে নও-এর মধ্যে শামেল করা হয়। আর এতে করে ওয়াকেফীনে নও-এর সংখ্যা পনের হাজারে পেঁৗছে যেতে পারে বা তার চেয়েও অধিক। হুযূর (আইঃ)-এর হেদায়াত মোতাবেক ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, যারা এই কল্যাণজনক তাহরীকে অংশ নিতে চান তারা যেন তাদের আবেদন সত্বর হুযূর (আইঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন এবং এ সুযোগ থেকে উপকৃত হন।

ভিজির আলী
ন্যাশনাল সুপারভাইজার ওয়াকফে নও ও
নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ম

বৃক্ষ রোপণ অভিযান

২৮শে জুন—৩০শে জুন '৯৩ পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে সারা দেশব্যাপী স্থানীয় মজলিসগুলিতে "বৃক্ষ রোপণ অভিযান" পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। উক্ত কর্মসূচীকে সর্বাঙ্গীনভাবে সফল করার জন্য প্রত্যেক মজলিসের কায়েদ/কর্মকর্তাগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে এবং সফল কর্মসূচীর রিপোর্ট যথা সময়ে কেন্দ্রে পাঠাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

শহীদুল ইসলাম
নায়েব সদর-২, কনভেনর বৃক্ষ রোপণ অভিযান '৯৩

শুভ বিবাহ

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আমার চতুর্থ ছেলে ছবির আহমদ-এর শুভ বিবাহ বাশারুক নিবাসী মোসাম্মাৎ হাজেরা বেগম (আঁখি), পিতা রশীদ আহমদ এর সহিত ৩৫,০০১ (পঁয়ত্রিশ হাজার এক টাকা) দেন মোহরে গত ১৩/৬/৯৩ ইং তারিখে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহের এলান করেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া হইতে আগত জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম, মোয়াল্লেম। সকল আহমদী ভাই বোনের নিকট নতুন দম্পতির জন্য খাসভাবে দোয়ার অনুরোধ করিতেছি।

ডাঃ আবদুর রউফ, প্রেসিডেন্ট
আঃ মুঃ জাঃ বাশারুক নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

আমার কনিষ্ঠা কন্যা নুসরত জাহান-এর শুভ বিবাহ চট্টগ্রাম নিবাসী মরহুম গোলাম রসূল চৌধুরী, গ্রাম আশিয়া, থানা পটিয়া-এর কনিষ্ঠ পুত্র জনাব নেসার আহমদ চৌধুরীর

সহিত ৫০,০০১/০০ (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা দেন মোহরানায় ১৫ই মে, ১৯৯২ তারিখে চট্টগ্রামস্থ মসজিদে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরব্বী মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী।

গত ৪ঠা জুন, ১৯৯৩ শুক্রবার বাদ জুমুআ খাকসারের নিজ বাড়ীতে বিবাহোত্তর রুখ-সতানা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সকল ভাই বোনের নিকট আমি দোয়ার আকুল আবেদন করছি যেন পরম দয়াল খোদা এই বিবাহকে সর্বাঙ্গীনভাবে সুন্দর ও বরকতপূর্ণ করেন।

নূরুল ইসলাম চক্রবর্তী
কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

শোক সংবাদ

খুবই দুঃখের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, আমার দ্বিতীয় ছেলে গত ১৮/৬/৯৩ইং তারিখ রোজ শুক্রবার দিবাগত রাত ১০টা ৩০মিঃ পেটের পীড়ার কারণে ইন্তেকাল করে (ইন্নালিল্লাহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল ১৩ বৎসর। মরহুমের জানাযা নামায পড়ান সদর মুরব্বী মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব। মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করে সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করিতেছি। আমাদের পরিবারের সকল-কেই যেন আল্লাহ্‌তা'লা ধৈর্য ও সবুর করার তওফীক দেন সেজন্য খাস দোয়ার আবেদন জানাইতেছি।

ডাঃ আবদুল মান্নান সরকার
মুন্সীগঞ্জ

নব বর্ষের মোবারকবাদ

হিজরী কামরী নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। বর্তমান হিজরী সনে বসনিয়া সহ বিশ্বের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মুসলমানগণ মুক্তির স্বাদ লাভ করুক মহান আল্লাহ্‌তা'লার নিকট এ কামনা ও দোয়া করছি।

পাক্ষিক আহমদী ব্যবস্থাপনা

(সূচীপত্রের পর)

অবস্থা অন্য রকম হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) এখনও আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এই বিশ্বাসের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িবে। অতঃপর আজ হইতে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হইবে না যখন ঈসা (আঃ)-এর অপেক্ষাকারীরা কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হইয়া মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে। তখন পৃথিবীতে একটি ধর্ম হইবে এবং এক নেতা। আমি তো একটি বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হইয়াছে। এখন ইহা বৃদ্ধি লাভ করিবে এবং বিকশিত হইবে। কেহ ইহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না"।

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন)
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

সম্পাদকীয়

আশুরার শপথ

ইসলামী নববর্ষের প্রথম মাস মহর্‌রমের ১০ তারিখ ইসলামের ইতিহাসে একটি রক্ত ঝরা দিন। এদিন আশুরার দিন। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য কতিপয় ধর্মের লোকদের নিকটও এ দিনটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। এই দিন আমাদের প্রিয় নবীর প্রিয় দৌহিত্র, আলী-তনয়, ফাতেমা (রাঃ)-এর কলিজার টুকরা, সাইয়েদুশ্‌ শুহাদা (শহীদগণের নেতা) হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) কারবালার প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। মুহর্‌রম মাস এলে এই দিনের স্মৃতিকে অমর রাখার জন্য নানাজনে নানাভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন। আমরাও নবী দৌহিত্রের এই করুণ শাহাদতে গভীর শোক প্রকাশ করি এবং আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের নিকট দোয়া করি যেন তিনি তাঁর এই শাহাদত কবুল করেন ও বেহেশ্‌তে তাঁকে সুউচ্চ মাকাম-মর্যাদা দান করেন। যে খেলাফত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে গিয়ে তিনি শাহাদত বরণ করেছিলেন তা যেন সদা সু-প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ইতিহাস পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) এবং ইয়াজিদের মধ্যে যে বিষয়ে বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল খেলাফত ও ইমামত। প্রায় ৩০ বছর কাল ঐশী খেলাফত ব্যবস্থা জারী থাকার পর হযরত মোয়াবিয়ার মাধ্যমে তা বাদশাহাতে রূপান্তরিত হয়। ইয়াজিদ বাদশাহাত ব্যবস্থা জারী রাখার পক্ষপাতি ছিল আর হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) চাচ্ছিলেন খেলাফত ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে। তাই হয় বিরোধের সূত্রপাত আর এই বিরোধের দুঃখময় পরিসমাপ্তি ঘটে নিষ্ঠুর কারবালা প্রান্তরে শহীদগণের নির্মম রক্তক্ষরণে।

হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) খেলাফতে হাক্কা ইসলামীয়াকে চির সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে গিয়ে অন্যায় ও অসত্যের সাথে আপোষ না করে শাহাদাতের অমৃত সুধা পান করেন। এরপরে বিচ্ছিন্নভাবে নাম কা ওয়াস্তে খেলাফতের ধারা চলতে থাকে—কখনও বাগদাদে, কখনও কুফায় এবং কখনও স্পেনে। আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি (সূরা নূরের ৫৬ আয়াতে প্রদত্ত) মোতাবেক চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী, মসীহ্‌ মাওউদ মাহদীয়ে মা'হুদ (আঃ)-এর মাধ্যমে পুনরায় 'খেলাফত আলা মিনহাজেন নবুওয়াতে'র পদ্ধতিতে খেলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লার হাজারো শোকর যে, আমরা এই খেলাফতের নেয়ামত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। শুধু শোকরিয়া আদায় করলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না। যে ভুলের কারণে প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা খেলাফতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল আমরা যেন সেই ভুল পুনরায় না করি। তাই আশুরার এ পবিত্র আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে আমাদের বজ্র কঠিন শপথ নিতে হবে—নিজেদের জান, মাল ও ইজ্জত দিয়ে হলেও আমরা খেলাফত ব্যবস্থাকে সমুন্নত ও সু-প্রতিষ্ঠিত রাখবো এবং বংশ পরম্পরায় এ ব্যাপারে নসিহত করতে থাকবো—তবেই হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর শাহাদতের প্রতি পূর্ণ ও যথার্থ শ্রদ্ধা দেখানো হবে। আর তাঁর চিরভাস্বর আদর্শকে সত্যিকার অর্থে অনুসরণ করা হবে।

30th June 1993 আহ্‌মদী রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury